চোর

(গোর্কীর গল্প)

শ্রীগঙ্গেশ রায় চৌধুরী—(শ্রীগঙ্গা)

সমবায় পাবলিশার্স

প্রাপ্তিস্থান :—বুক ফোরাম,
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমবায় পাবলিশার্স, ৩৩/২ শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট হইতে
মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩৫২
মূল্য এক টাকা মাত্র

ভিক্টোরী কোম্পানী, ১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
হরিপদ দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

তোমাকেই দিলাম ঃ-

বেঁচে থাকার জন্য যাদের নির্ভর ক'রে থাকতে হয় শুধু সুস্থ দেহ আর সবল হাতের শক্তির উপরেই—তাদের মধ্যে জন্মেছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কী। দৈন্যাহত জীবনের অনুভূতি ছিলো তার রক্তের সাথে মিশে—আর তারই সাথে ছিলো তার বাস্তববাদী খাঁটি রাশ্যান মন ও দৃষ্টিভঙ্গী। তাই গোর্কীর রচনাতে পাওয়া যায় রক্ত-মাংসে গড়া খাঁটি মানুষকেই—নীতিবাদের ছাঁচে-গড়া মানুষরূপী কৃত্রিমতাকে নয়।

চেলকাস্ চোর। সমাজ সংসার তার কাছে মিথ্যা। একমাত্র সত্য তার কাছে—তার নিজের সুখস্বচ্ছন্দ আর সে নিজে। সে জানে তার পথের আনন্দ। সে জানে তার যন্ত্রনাও। তাই সে আর একজনকে টেনে আনতে চায় না তার চলার পথে। দুঃখের দহণ একাই সইবে—তাইই তার অহঙ্কার। চেলকাস্ অসামাজিক—কিন্তু তবু পরের দুঃখ—পরের বেদনা তার প্রাণেও বেদনার ছোঁওয়া লাগায়। পরের দুঃখে সে হেসে ওঠেনা। তার মানুষী মন মরেনি তার কুৎসিত জীবনের আবহাওয়াতে। শুধু ঢাকা পড়েছে। মাঝে মাঝে সে জেগে ওঠে মাঝে মাঝে সাড়াও দেয়।··· এ-ই গোর্কীর রচনার একটা প্রধান দিক।

শেষ কথা—এটি অনুবাদ। কিন্তু তবু "কী লিখেছিলেন" গোর্কী—তা দেখানো সম্ভব নয় অনুবাদে। শুধু চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য ফুটিয়ে তুলতে। "কী ভাবে লিখেছিলেন" গোর্কী তাই-ই।—সেই চেষ্টা সফল হলেই সার্থক হবে পরিশ্রম॥

—:o:—

—চোর—

ঢাকের ধুলোয় দক্ষিণের নীল আকাশটুকু পর্যন্ত ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। দুপুরের দীপ্ত সূর্য বন্দরের নীলাভ সমুদ্রের বুকে ঝাপ্‌সা হয়ে এলো—যেন আব্‌ছা কালো ওড়নায় ঢাকা। বন্দরে জাহাজের, বজরার আর নৌকার ভিড়। তাদের দাঁড়ের ঘায়ে, ঘূর্ণায়মান প্যাডেলের আঘাতে সমুদ্রের জল তোলপাড় ক'রে তুলেছে! নানাদিকগামী নানা জলযানের যাতায়াতে জনাকীর্ণ বন্দর আর তার সামনের সমুদ্রটুকু হয়ে উঠেছে অস্থির। সূর্যের প্রতিচ্ছবি পর্যন্ত সাহস পায়নি সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়াতে। আর অবাধ সমুদ্র এখানে এসে, বন্দরের পাথরের প্রাচীরে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বুকে ভাসমান বিরাটকায় জাহাজ-গুলোর তাড়নায় অস্থির হয়ে ব্যর্থ আক্রোশে ছুটে এসে বার বার আঘাত করছে তাদের গায়ে—তীরের পাথরে পাথরে। আঘাত ক'রে প্রতিবাদ জানাতে চায় সে। কিন্তু যন্ত্রগুলো কঠিন—তীরের পাথরগুলো আরও কঠিন। আঘাতের পর আঘাত ক'রে নিজের আঘাতের বেদনায় ফেনিল হয়ে সে তাই ফিরে আসছে বারবারই! বুকে তার শুধু মাথাকুটে মরছে সমস্ত রকমের প্রতিবাদে গড়া এক অদ্ভুত, অস্পষ্ট চাপা হুঙ্কার।

নোঙ্গর বাধা লোহার শৃঙ্খলের ঝঙ্কার, রেলগাড়ীগুলোর একটানা ঠন্ ঠন্ আওয়াজ, পাথরের মেঝের উপর আছড়ে ফেলা বড় বড় লোহার পাতগুলোর এক অদ্ভুত ধাতব আর্তরোল, বড় বড় কাঠের গুড়িগুলোর ধপ্ ধপ্ শব্দ, ভাড়া পাবার আশায় ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানো গরুর গাড়ীগুলোর চাকায় চাকায় আর্তনাদ, ষ্টীমারের তীক্ষ্ণ কর্কশ বাঁশী, আর ডকের মজুর, নাবিক ও কাষ্টমঅফিসারদের কোলাহল—সবেমিলে গড়ে তুলেছে কর্মমুখর দিনের এক অদ্ভুত কর্ণবিদারী ঐক্যতান। থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে সে সুর যেন শিখায়িত হয়ে উঠতে চায় আকাশের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই অজানা ভয়ে, সংশয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে, বন্দরের সীমাবদ্ধ স্থানটুকুর মধ্যেই একটানা ঘুরে বেড়ায় সে সুর। পৃথিবীর মাটি হ'তে উঠ্‌ছে আরও কতশত নতুন সুরের তরঙ্গ। তারাও গিয়ে মিশে যাচ্ছে তারই সাথে। সেই সম্মিলিত সুরের রেশ এক নির্মম গাম্ভীর্যে গম্‌গম্ করতে থাকে সঙ্কীর্ণ বন্দরের বুকে। ধীর গম্ভীর থম্‌থমে প্রতিধ্বনিতে তার চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। তীক্ষ্ণ সেই ভয়াবহ সুর বিঁধতে থাকে কানে এসে, নোংরা, গুমোট ডকের বাতাসকে বারে বারে ক'রে দেয় ছিন্নভিন্ন।

এই পাথর, এই লোহা আর কাঠ, এই বাঁধানো বন্দর, জাহাজের সারি আর অগণন মানুষ—সবে মিলে একীভূত হয়ে রচনা ক'রে চলেছে বিশ্বকর্মার এক অন্তহীন উন্মত্ত আকুল স্তুতিগীত। কিন্তু এর মাঝে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে অস্পষ্ট, অস্ফুট, ও মনে হয় একান্ত দুর্বল—একেবারে হীন। আর এই সমস্ত কোলাহলের প্রথম স্রষ্টা হয়েও মানুষ নিজে পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে এক

হীনতম বস্তু—উপহাসাস্পদ, কৃপার্থী। পিঠের বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে, হতাশা আর ভাবনার ভারে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় ব্যস্ত এই সব মানুষের দল ;—তাদের ক্ষুদ্র, জীর্ণ, মলিন ও অবসন্ন দেহ নিয়ে, এই ধূলোর মেঘ আর এই গুমোট কোলাহলের সমুদ্রের মাঝে, তারা যেন ক্ষুদ্র, একান্ত তুচ্ছ, বলে মনে হয় ; একান্তই হীন হয়ে গেছে তারা—তাদের নিজেদেরই হাতে গড়া এই সমস্ত বিরাট লৌহ দানব, পাহাড় সমান উঁচু পণ্যের স্তূপ আর বজ্র নির্ঘোষী রেলগাড়ীর কাছে। তার নিজেরই সৃষ্টি আজ মানুষকে ক'রেছে তাদের দাস। মানুষের নিজের সত্তাটুকু, জীবনের আনন্দটুকু পর্যন্ত তারা কেড়ে নিয়েছে জোর ক'রে তাদের কাছ থেকে।

মানুষের হাতে ছাড়া পেয়ে খানিকটা বাষ্প বেরিয়ে যায় যখন বয়লারের লোহার বুক হ'তে, দৈত্যের মতো বিরাট সেই জাহাজ-খানায় জেগে ওঠে তীক্ষ্ণ চীৎকার। কখনও-বা শিষ দিয়ে ওঠে ষ্টীমার খানা, কখনও-বা চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো আওয়াজ ছাড়তে থাকে। প্রতিটি শব্দ তার তীব্র বিদ্রূপে ভরা! তারই বুকে সঞ্চরণশীল, ক্ষুদ্র, জীর্ণ, নোংরামাখা মানুষের দল, ক্রীতদাসের মতো যারা শুধু পরিশ্রমই ক'রে চলেছে যন্ত্রদানবের বিরাট গহ্বরটা ভরে তুলতে —যন্ত্রের সুরে ঝরে পড়ছে, তাদেরই প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-উপহাস। শ্রেণী বেঁধে চলেছে ডকের মজুরের দল, যন্ত্রাসুরের কাছে ওরাই যেন সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত, সবচেয়ে উপহাসাস্পদ।—পিঠের উপর বস্তা বোঝাই রুটির ভারে ঈষৎ বাঁকা দেহখানিকে কোনোও রকমে টেনে নিয়ে তারা চলেছে—ভর্তি করতে জাহাজের লৌহ-উদর। —শত শত মণ রুটি ঢেলে তারা বোঝাই ক'রে চলেছে তার বিরাট গহ্বর—বিনিময়ে পাবে শুধু ওই রুটিরই কয়েক টুকরো তাদের

নিয়েছে বুভুক্ষু উদরের জন্য। লোহায় তো তৈরী নয় তারা, রক্ত মাংসে গড়া তাদের দেহে সমস্ত রকম অনুভূতিই তো বিদ্যমান। মানুষ আজ জীর্ণ পঙ্গু, ক্লেদার্ত; গুমোট ওই কোলাহলে আর শ্রান্তিতে দেহ তার অবসন্ন! উজ্জ্বল রোদে ঝক্‌ঝকে, গর্বে-অহঙ্কারে উন্নত শীর্ষ ওই সব যন্ত্রগুলো এই মানুষেরই হাতের সৃষ্টি। যন্ত্রের শক্তি তো বাষ্পে নয়, তারই স্রষ্টার মেদমজ্জা আর রক্ত হ'তেই যন্ত্র পেয়েছে তার বল।—মেসিন আর মানুষ, সৃষ্টি ও স্রষ্টা। কিন্তু এদের মাঝে রয়ে গেছে নিষ্ঠুর নির্মম বিদ্রূপে ভরা এক অরচিত কাব্য।

কোলাহলে ম্রিয়মান মানুষের মন। ধূলোয় ঢাকা মুখে পড়েছে অকালবার্ধক্যের ছাপ,—চোখের দৃষ্টি হয়ে এসেছে ঝাপ্‌সা। প্রখর রোদের তাপে ঝলসানো দেহে নেমেছে শ্রান্তির অবসাদ। আর চারিদিকের সমস্ত কিছুই—হর্ম, প্রাসাদ, পথঘাট, অগণন নর-নারী—ধৈর্যহারা হয়ে, বিস্ফোরণের পূর্ব-মুহূর্তের মতো কেঁপে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তেই তারা ফেটে পড়তে পারে—মহাপ্রলয়ের মতো সমস্ত কিছু ধ্বংস ক'রে। এ সুধু এক মহা-বিপ্লবের পূর্বাভাষ। যে বিপ্লবের পর—পৃথিবীর বাতাস হবে নির্মল ও স্নিগ্ধ। বিপ্লবে বিশোধিত সে বাতাস বুক ভ'রে নিশ্বাস নিয়ে মানুষ বেঁচে উঠবে আবার। মাটির পৃথিবীতে আসবে স্নিগ্ধ-মৌন শান্তি। এই যে নোংরা কোলাহল আজ মানুষকে বধির ক'রে আনে, সমস্ত স্নায়ুকে বিবশ ক'রে বিষাদে ভ'রে তুলে, মানুষকে ক'রে আনে উন্মত্ত—এই কোলাহল সেদিন একেবারে থেমে যাবে। আর তার পরিবর্তে, এই সহরে, এই সমুদ্রে, এই আকাশেই আসবে ধীর, প্রশান্ত, নির্মল, মুক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস। আজকের নির্জীব

মানুষের এই ভয়াবহ স্তব্ধতা—এ শুধু তারই প্রতীক! আজও মানুষের আরো ভালো কিছুর আশা তেমনি রয়েছে পূর্বের মতো। চিরন্তন মুক্তির ব্যাকুল প্রতীক্ষা আজও তেমনি অটুট রয়েছে তাদের মাঝে—আজও সে থেকে থেকে তেমনি সাড়া দেয়।

ঢং ঢং ক'রে একটানা সুর তুলে বারোটার ঘণ্টা বাজলো। তার ধাতব-আর্তরোলের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত যখন মিলিয়ে গেল—ডকের আদিম আরণ্য-কোলাহলের মতো হিংস্রতামাখা কর্মমুখর ঐক্যতানের অর্ধেকই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মুহূর্ত-পরেই জেগে উঠলো সেখানে এক অদ্ভুত থম্‌থমে চাপা আক্রোশের গর্জন। মানুষের কণ্ঠস্বর আর ব্যাকুল সমুদ্রের উচ্ছ্বাস এবার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।—

এবার মানুষের সময় এসেছে। তার মধ্যাহ্নভোজনের কাল আগত।

১

দুপুরের অবকাশ পেয়ে, ডকের মজুরের দলে নতুন সাড়া জাগলো। নানা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা হট্টগোল করতে করতে ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। তারপর খাবার-ওয়ালীদের কাছ থেকে নানা রকমের সস্তা খাবার কিনে নিয়ে খেতে বসলো ডকেরই কোণায় কোণায় ছায়াতে।

তাদেরই মধ্য দিয়ে, দু'হাতে ভিড় ঠেলে এমন সময় চলছিলো গ্রীস্‌কা চেলকাস্‌।

জাহাজঘাটার গুদামঘরের দিকে চেলকাস্ একবার তাকালো চোখ তুলে। মুখে ফুটে উঠলো তার তীক্ষ্ণ বিষাক্ত হাসি।—

"জাহান্নমে যাও গে তুমি!"—ছোকরাটি রেগে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। চেলকাস্ হঠাৎ হা হা ক'রে হেসে ওঠে—"আরে শোনো শোনো! যাচ্ছো কোথায়? তা' তোমাকে এমন ক'রে সাজিয়ে দিলে কে? অ্যাঁ—তোমার কাঁধে যে দেখছি একেবারে লাল রংয়ের বিজ্ঞাপন লাগিয়ে দিয়েছে! তারপর—তুমি—মিস্কাকে দেখছো কোথাও!"—

"কে জানে তোমার মিস্কা কোথায়! দরকার থাকে খুঁজে দেখো গে!" ছোকরাটি চীৎকার ক'রে ওঠে—তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে মিশে যায় সঙ্গীদের ভিড়ে।

চেলকাস্ও আর দাঁড়ালো না। এগিয়ে চললো আবার তেমনি ভাবে। একজন বিশেষ পরিচিত লোকের মতোই চারদিক হ'তে তার প্রতি বর্ষিত হতে লাগলো জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু চির-আমুদে ও রহস্যপ্রিয় চেলকাস্ আজ যেন কেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছিলো—তাই অতি সংক্ষেপে কোনো রকমে সবার প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে চেলকাস্ এগিয়ে চললো।

একটা মালের স্তূপের আড়াল হতে বেরিয়ে এলো একজন কাষ্টমহাউস অফিসার। ডকের ধূলোয় কাল্‌চে তার গাঢ় সবুজ-পোষাকে জেগে আছে একটা সামরিক আভিজাত্য। চেলকাস্‌কে দেখতে পেয়েই তার পথ আটকে দাঁড়ালো এসে সে। বাঁ হাতে কোমরে বাঁধা কিরিচখানার হাতলটা ধরে, ডান হাত বাড়িয়ে সে একবার ধরবার চেষ্টা করলো চেলকাসের জামার কলারটা।

"দাঁড়াও! যাচ্ছো কোথায়?"

চম্‌কে উঠে চেলকাস্‌ এক পা পেছিয়ে গেল। তারপর চোখ তুলে অফিসারটির দিকে চেয়ে হেসে উঠলো একটু শুষ্ক হাসি।

অফিসারটির হাসিভরা লাল্‌চে মুখখানা গম্ভীর হবার ব্যর্থ চেষ্টায় ফুলে উঠলো সিঁদুরের মতো রাঙা হয়ে। কিন্তু তবু কোনোও রকমে ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে সে যখন তাকালো চেলকাসের দিকে, অবস্থাটা দাঁড়ালো তার একেবারেই সঙের মতো হাস্যোদ্দীপক হয়ে।

"তোমাকে আমি বার বার ক'রে বারণ করেছি না, ডকের ভিতরে ঢুকতে? তুমি আবার ঢুকেছো এখানে? পিটিয়ে তোমার আমি হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবো, জানো শয়তান!"—অফিসারটি গর্জন ক'রে ওঠেন।

কিন্তু তার সমস্ত তর্জনগর্জন উপেক্ষা ক'রে একেবারে ভ্রূক্ষেপ-হীনভাবেই চেলকাস্‌ তার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দেয়।—"সেমিয়োনিচ্‌ যে—তারপর, কি খবর তোমার, অনেক কাল পরে যে তোমার সঙ্গে দেখা!"

"ভগবান করুন, আর যেন কোনোদিনও তোমার সঙ্গে দেখা না হয়!" সেমিয়োনিচ ব'লে ওঠে—"এবার এখান থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাও দেখি, যাও!—" তবু চেলকাসের বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানা সেমিয়োনিচ্‌ টেনে নেয় হাত বাড়িয়ে।

"বলোতো সেমিয়োনিচ্‌"—চেলকাস্‌ তার থাবার মতো হাতে শক্ত ক'রে চেপে ধরে সেমিয়োনিচের হাতখানা, মৃদুভাবে নাড়া দিতে লাগলো বন্ধুর মতো। "তুমি কি মিস্‌কাকে দেখোনি? বলোতো!"

"মিস্‌কা! মিস্‌কা আবার কে? কোনোও মিস্‌কা-টিস্‌কাকে

আমি জানি না—ভালো কথায় বলছি বন্ধু—এবার আস্তে আস্তে স'রে পড়ো এখান থেকে—বুঝলে? নইলে—ইনস্‌পেক্টর যদি তোমায় একবার দেখতে পায় এখানে!......"

"সেই যে লাল্‌চে চুল ছেলেটা!" তার কথার মাঝখানেই চেলকাস্‌ ব'লে উঠলো—"গতবার আমার সঙ্গে 'কস্‌ট্রোমা'তে যে কাজ করেছিলো! চেনোনা?"

"কাজের নামে আর কলঙ্ক দিও না—সোজা কথাতেই বলো-না-কেন চুরি করেছিলো!—তোমার সেই মিস্‌কা এখন হাসপাতালে আছে। ভারী একটা লোহার বার পড়ে তার একখানা পা একেবারে থেৎলে গেছে—এবার যাও তো—ভালো কথায় বলছি, এবার এখান থেকে স'রে পড়ো। নইলে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেবো তোমায় আমি—বুঝলে!"

"তা—তোমার যোগ্য কথাই হয়েছে!" সেমিয়োনিচ্‌কে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চেলকাস্‌ বলতে থাকে! "তুমি বললে কিনা মিস্‌কাকে তুমি চেনোই না একেবারে! যাক গে—কিন্তু আজ তুমি এত রুক্ষ হয়ে উঠলে কেন সেমিয়োনিচ্‌?"—

"ছাখো—গ্রীস্‌কা—মোটেও ভালো হচ্ছে না কিন্তু!—একপাটি দাঁত কেন রেখে যাবে এখানে—এখনো চ'লে যাও বলছি—যাও-ও!"

অফিসারটি এবার সত্যিই রেগে উঠতে থাকে। চারদিকে একবার তাকিয়ে চেলকাসের থাবা থেকে নিজের হাতখানা সে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে একবার। কিন্তু চেলকাস্‌ ধ'রেই রাখে হাতখানা, একটুও ঢিলে না ক'রে। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে অনর্গলভাবে সে ব'লে চললো নানাকথা। শুধু ঘন ভুরুর

নীচে পিঙ্গল চোখ দুটি তার চক্ চক্ করতে থাকে—আর পাকানো গোঁফজোড়ার আড়ালে, বাঁকা ঠোঁট দু'খানিতে তার ফুটে ওঠে একটু তীক্ষ্ণহাসি।

"অত তাড়া কিসের সেমিয়োনিচ্! কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা! দু'চারটে কথাবার্তা ব'লে তারপর চলেতো আমি যাবোই! তারপর—কেমন আছো তা তো বললে না!—বউ ছেলে মেয়ে সব ভালোই তো!" দাঁত বার ক'রে হেসে উঠলো চেলকাস্; তার চোখ'দু'টো আরও চক্চক্ করতে লাগলো বিদ্রূপের হাসিতে। "জানো সেমিয়োনিচ্! রোজই ভাবি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবো। অবশ্য একেবারে খালি হাতেই যেতাম না—তোমাকে আমি খুসীই ক'রে দিতাম! কিন্তু সময়ই হয়ে ওঠে না মোটে। দেখছোই তো আমার অবস্থা। সারাদিন ধ'রে শুধু ওই মদ খেয়েই ম'লাম।"

"খবরদার—চেলকাস্। চুপ করো বলছি—তোমার ওসব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। সেমিয়োনিচ্ খাঁটি মানুষ! বুঝলে? বদ্মাস্ কোথাকার! তুমি তা'হলে আজকাল লোকের বাড়ী বাড়ী—পথে-ঘাটে সব জায়গাতেই চুরি সুরু করেছো বুঝি!"

চেলকাস্ হা হা ক'রে হেসে ওঠে। "তুমি বলছো কি সেমিয়োনিচ্! পথে-ঘাটে চুরি করতে যাবো কেন? এমন সোনার রাজত্ব প'ড়ে রয়েছে এখানে—তোমার আমার জন্যে। মাইরী, এতো অক্ষয় ভাণ্ডার। নয় কি? এ রাজ্য থাকতে আর আমাদের অভাব কিসের?" তার চক্চকে চোখ দু'টো ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণভাবে হাসতে থাকে—"তা সেমিয়োনিচ্—ওই দু'টো পেটি তো তুমিই সরিয়েছো—নয়! যাইহোক খুব সাবধান কিন্তু বন্ধু। চারদিকেই

একটু ভালোভাবে নজর রেখো। নইলে কখন আবার ধরা পড়ে যাবে!"

চেলকাসের এই অপরিসীম ঔদ্ধত্যে আর ধৃষ্টতায় রাগে সেমিয়োনিচ্ নীল হয়ে ওঠে—মুখদিয়ে তার পরিষ্কারভাবে কথা বেরুলো না—শুধু একটা অস্পষ্ট গোঙানির মতো শোনালো তার কথাগুলো—চেলকাস্ও সময় বুঝে হাতখানা ছেড়ে দিলো তার ;—আর তারপর বেশ গম্ভীর ভাবেই পিছন ফিরে এগিয়ে চললো গেটের দিকে।—নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সেমিয়োনিচ্ও চললো তার পিছন পিছন তাকে তীব্র গালাগাল দিতে দিতে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন চেলকাস্ দিব্যি তার পায়জামার দু'পকেটে হাত দিয়ে, হেলে দুলে শিষ দিতে দিতে এগিয়ে চললো বেশ মুরুব্বীর মতোই—থেকে থেকে দু'পাশের লোকগুলোর সঙ্গে একটু ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে। চেলকাসের দু'পাশেও ইয়ার্কির খই ফুটতে থাকে সেইসাথে।—

মধ্যাহ্ন ভোজের পর—পথের পাশেই শুয়ে প'ড়ে একটু বিশ্রাম করছিলো একদল লোক। তাদের মধ্য হতে একজন হঠাৎ চেলকাস্কে দেখে ব'লে ওঠে "ব্যাপার কি গ্রীস্কা—তোমায় কি ওরা নজরবন্দী করলে নাকি? তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে লোক দেখছি!"

চেলকাস্ হো হো ক'রে হেসে ওঠে—"খালি পায়ে চলেছি—তাই সেমিয়োনিচ্ একটু সঙ্গে চলেছে। নেশার ঝোঁকে কিসের উপর পা ফেলবো—কি আবার ফুটবে পায়ে শেষে—তাই।—"

চার পাশের সমস্ত লোক হেসে উঠ্লো জোরে।—

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দু'জন সৈনিক। ইচ্ছে

ক'রেই চেলকাস্ হুড়মুড় ক'রে গিয়ে পড়লো তাদের উপর।—আর তারা এই মহাপুরুষটিকে চিনতে পেরে এক মৃদু ধাক্কায় তাকে গেট পার ক'রে দিলো।

সেমিয়োনিচ্ তখনও আসছিলো তার পিছু পিছু। সে চীৎকার ক'রে উঠলো—'ধরোতো ওকে—ওকে যেতে দিও না।' কিন্তু চেলকাস্ তখন রাস্তায়।

সেমিয়োনিচ্এর দিকে একবার ফিরে তাকালো চেলকাস্। তারপর ধীর পায়ে রাস্তাটা পার হয়ে এসে একটা সরাইয়ের সামনে একখানা বড় পাথরের উপর ব'সে পড়লো। ডক থেকে তখন অবিরাম প্রবাহের মতো বোঝাই গরুর গাড়ীগুলো বেরুচ্ছে যেন এক শিকলে বাঁধা। আর খালি গাড়ীগুলো লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেছে ডকের দিকে। ডকের বুক হ'তে ভেসে আসছে তার সেই চিরন্তন গুমোট ভাব; ধূলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে, পথ ক'রে তুলেছে অন্ধকার। চারদিকের মাটি যেন কর্ম্মমুখর ডকের সে নিপীড়ন সইতে না পেরে কেঁপে উঠতে লাগিলো থেকে থেকে!

২
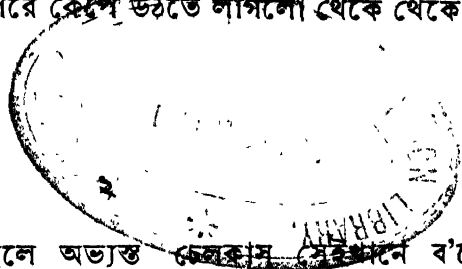
ডকের গুমোট কোলাহলে অভ্যস্ত চেলকাস্ সেইখানে ব'সে রইলো বেশ প্রফুল্ল মনেই। সেমিয়োনিচের সঙ্গে ঠাট্টায় মনের ভার অনেকখানিই তার হাল্কা হয়ে গেছে। সামনে তার অখণ্ড অবসর আর স্বল্প আয়াস ও বিশেষ পটুতা-সাধ্য বিরাট এক অর্থ লাভের আশা। অবশ্য নিজের সামর্থ্যের উপর চেলকাসের

আস্থা আছে খুবই। আর তাই—আধবোঁজা চোখে সে কল্পনা করতে লাগলো, কালকের সকালের অবাধ স্ফূর্তির কথাটা—কাজ যখন তার নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে যাবে—আর কয়েকশত টাকার নোটগুলো যখন তার পকেটের মধ্যে, খরচের-জন্য-নিসপিস করা তার হাতের মুঠোয় খস্‌খস্‌ করতে থাকবে। একবার তার মনে পড়লো—মিস্‌কার কথা—তার এই রকমের প্রত্যেকটি কাজের বিশ্বাসী সঙ্গী মিস্‌কা। তার যদি পা খানা আজ না যেতো—এই রাতেও অনেক প্রয়োজনে লাগতো সে। আবার চেলকাস্‌ ভাবলো—একেবারে একা—মিস্‌কাকে ছাড়া সে কেমন ক'রে পারবে এই দুঃসাধ্য কাজটি শেষ করতে!—নিজের অদৃষ্টকে একবার মনে মনে ধিক্কার দিলো সে।—তারপর—কে জানে কেমন হবে আবার রাতটা।—চেলকাস্‌ একবার আকাশের দিকে তাকালো—একবার তাকালো পথের পানে।

তার থেকে কয়েক পা দূরে, একটা রকের গায়ে হেলান দিয়ে, বাঁধানো রাস্তার উপরেই বসেছিলো একটি ছেলে। বেশ সুদৃঢ় আর সুন্দর তার চেহারাখানা। একটা লালচে ছেঁড়া টুপি তার মাথায়, পায়ে কড়া চামড়ার মোটা জুতো, আর পরণে গাঢ় নীল একটা সূতি সার্ট, আর ঠিক তারই একটা পায়জামা। তার পাশে পড়েছিলো একটা ব্যাগ, আর কাঠের হাতলের জায়গায় কতকগুলো খড় জড়িয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা একটা কাস্তে। ছেলেটি তার বড় বড় দু'টো নীল চোখের একান্ত সরল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো চেলকাসের দিকেই। তার মাথার ঝাকৃড়া ঝাকড়া চুলগুলো গোছায় গোছায় এসে দুলছিলো রোদের তাপে তামাটে তার সুন্দর মুখখানির উপর।

পথের দিকে তাকাতেই চেলকাসের চোখ পড়লো তারই উপরে সবার আগে। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো তার মাথায়। দাঁত মুখ ভেংচে, জিভ বের ক'রে সে এমন ভয়াবহ ক'রে তুললো তার মুখখানা যে, অচেনা কেউ তখন তাকে পাগোল ছাড়া আর কিছু ভাববে না। সেইভাবে তার চোখ দু'টো যথাসম্ভব টেনে সে ঘুরে ঘুরে চাইতে লাগলো সেই ছেলেটির দিকে।

ছেলেটি প্রথমে যেন একটু ভড়কে গেল কিন্তু তার পরক্ষণেই হেসে যেন ফেটে পড়লো সে। "উঃ আচ্ছা রগড় করতে পারো তো তুমি!" সে চীৎকার ক'রে উঠলো হাস্‌তে হাসতেই। কোনোও রকমে একটু উঠে, তার ব্যাগটাকে ধূলোর উপর দিয়ে টানতে টানতে, আর তার কাস্তের মাথাটা পাথরে ঠুকতে ঠুকতে, একরকম গড়িয়েই সে এগিয়ে এলো চেলকাসের দিকে। তারপর ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়লো একেবারে তার পাশেই।

চেলকাসের জামাটায় একটা টান মেরে সে ব'লে উঠলো—"তুমি যেমন ভাব করছো তোমাকে যে সবাই মাতাল ভাববে দেখছি!"

"তা'—বটে—তা' বটে"—চেলকাস্‌ অকপটেই স্বীকার ক'রে নিলো কথাটা। এই একবার দেখাতেই সে যেন এই সরল সুন্দর ছেলেটির সম্বন্ধে সব কিছু বুঝে নিলে। "ফসল কাটা শেষ হয়ে গেল—না?"

"হ্যাঁ গেল"—ছেলেটি জবাব দিলে।—"তা' এ কাজ করা আর চলবে না। এক ভার্স্ত জমির ফসল কেটে, আয় হবে মাত্র দশ কোপেক। কি হয় তাতে! একটা হতচ্ছাড়া কাজ। আর—যত দুর্ভিক্ষের দেশের লোক সব এসে লেগেছে এই কাজে। ওরাই তো

মজুরী নামিয়ে দিলে। যেখানেই যাও, সব জায়গা ওরা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। কুবানে এখন পর্যন্ত ষাট কোপেক দেয়।—আর আগে? আগে চার পাঁচ রুবল ছাড়া কেউ হাত দিতো না কাজে।”

“আগে? আগের কালের কথা ছেড়ে দাও। আগে তো খাঁটি একজন রুশিয়ানকে শুধু দেখার জন্য লোকে দিতো তিন রুবল ক'রে। এই বছর-দশেক আগেও তো আমি তাই নিয়ে দস্তুর মতো ব্যবসা করেছি। যে কোনোও একটা উপনিবেশে গিয়ে একবার শুধু বলো যে 'আমি একজন রুশিয়ান।' ব্যস্—সে দেশের যত লোক অমনি ভিড় ক'রে ছুটে আসবে দেখতে—একটু ভাল ক'রে দেখবে তোমায়, বড় জোর তোমার গায়ে একটু হাত দিয়ে, একটু ছুঁয়ে দেখবে—তারপরেই তিন রুবল দেবে তোমায় তার দর্শনী ব'লে! আর শুধু তাই নয়, যতদিন খুসী থাকো না সে দেশে—তোমার খাওয়া পরার সব খরচ তাদের।”

ছেলেটি সারাক্ষণ হাঁ ক'রে যেন গিলছিলো চেলকাসের কথাগুলো। মুখে তার বিস্ময়ের স্পষ্ট ছাপ। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলে যে এই হতভাগা লোকটা যত সব আজগুবী কথা আমদানী করছে তার নিজের মন থেকেই—তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। চেলকাস্ কিন্তু রইলো ঠিক তেমনি গম্ভীর, শুধু তার ঘন গোঁফ জোড়ার আড়ালে বাঁকা ঠোঁটের কোণায় একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো ছেলেটির অলক্ষ্যে।

“উঃ আচ্ছা ধড়িবাজ লোক তো তুমি”—ছেলেটি ব'লে উঠলো। “এমনভাবে বানিয়ে বানিয়ে গল্প করতেও জানো! আমি

ভেবেছিলাম সব বুঝি সত্যি। আর তাইতো আমি এমন মন দিয়ে শুনছিলাম সব কথা।…না…মাইরি দিব্যি ক'রে বলছি। আগে—"

"আরে! আমিও কি তাই বলছি না? সত্যি বলছি আগের কালে—।"

"যাও—যাও"—ছেলেটি হাত নেড়ে থামিয়ে দেয় চেলকাসকে। "কি কাজ করো তুমি বলতো? দর্জি—না মিস্ত্রি—না জুতো সেলাইয়ের মুচি! দেখেতো অমন কিছুই একটা মনে হয়!"

"আমি?" চেলকাস্ মুহূর্তকাল কি যেন চিন্তা ক'রে নেয়। "আমি একজন ধীবর।"

"ধীবর! মানে জেলে! সত্যি! তুমি তা'হলে মাছ ধরো?"

"স্থধু মাছ কেন? এখানকার ধীবররা স্থধু মাছই ধরে না। ডুবো মানুষ, পুরোনো নোঙ্গর, ডুবে যাওয়া জাহাজ, সবই তারা তোলে জলের তলা থেকে। আর সব রকম কাজের জন্যেই আলাদা আলাদা বঁড়শি আছে তাদের।"

"বটে? তুমি তা'হলে সেই দলের ধীবর—যাদের সেই গান আছে—

"বালুর চরে মুক্তো কুড়োই আমরা রূপোর জাল মেলি।
শিকার ধরি অন্ধকারে ভাঁড়ার ঘরে ছিপ ফেলি?—না!"

"সেকি আবার? তুমি দেখেছো নাকি অমন কোনোও ধীবরকে?" ঈষৎ অবজ্ঞার স্বরে চেলকাস্ প্রশ্ন করে ছেলেটিকে। মনে মনে সে বেশ বুঝতে পারে যে এই সুন্দর ছেলেটি বেশ একটু বোকাটে গোছের।

"না দেখিনি কারুকেই! আমি এসব গল্প শুনেছি!"

"ওঃ। তা তুমি তাদের কেমন মনে করো বলতো? ভালো?"

"নিশ্চয়ই! কেন ভালো মনে করবো না তাদের! তারা খুব ভালো! তাদের দুর্দম সাহস আছে। আর—আর—তারপর তারা একেবারে স্বাধীন!"

"তুমি কি স্বাধীন নও! আর এই অবাধ স্বাধীনতা তোমার ভালো লাগে নাকি?"

"নিশ্চয়! কেন লাগবে না? নিজেই নিজের সমস্ত কাজের প্রভু। যখন যা খুসী করো, যেখানে খুসী যাও, কেউ কিছু বলবার নেই। কারোও চোখ রাঙ্গানি নেই। কারোও শাসন নেই। নিজে যদি একটু বুঝে চলা যায় আর যদি কোনোও চাপ না থাকে কাঁধে—সে তো খুব চমৎকার! নিজের খেয়ালে নিজের খুসীতে চলো—হ্যাঁ—অবশ্য যা করো ভগবানকে স্মরণ রেখো!"

হঠাৎ দারুণ ঘৃণার সঙ্গে থু-থু ক'রে উঠলো চেলকাস্। তারপরই ছেলেটির দিক হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে রইলো নির্বাকভাবে।

ছেলেটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলো না তাতে। নবীন উৎসাহে সে বলে উঠলো আবার—"আমার ব্যাপারটা শোনোই আগে। বাবা মারা যাবার সময় আমাকে তো দিয়ে গেলেন এক টুকরো জমি। ঘরে আমি আর মা। এদিকে জমির দিকে চেয়ে দেখি—শুকিয়ে জমি একেবারে কাঠ হয়ে আছে। কি করবো আমি কিছুই ভেবে পেলাম না। আমাকে বাঁচতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে যে বাঁচবো তার কোনো উপায়ই দেখলাম না।

"ভাবলাম, কোনোও একটা ভাল ঘরে বিয়ে ক'রে ফেলি। হয়তো করতামও তাই, অবশ্য যদি তারা তাদের মেয়ের অংশটুকু আলাদা ক'রে দিতো আমায়। কিন্তু তা কেউই রাজী হ'ল না।

"কোনোও মেয়ের বাবাই আমার মতো ছেলের হাতে, তার মেয়ের সম্পত্তিটুকু দিতে রাজী নয় দেখলাম। একমাত্র কাজ যা আমি করতে পারি, দেখলাম, সে হচ্ছে বিয়ে ক'রে শ্বশুর বাড়ীতে তাদের চাকরের মতন থাকা, বছরের পর বছর—যতদিন চলে। কেমন চমৎকার ব্যাপার বলো তো!

"কিন্তু যদি কোনোও রকমে শ'দেড়েক রুবল আয় ক'রে, আমি দাঁড়াতে পারতাম নিজের পায়ে, তা'হলে কিন্তু চাকা ঘুরে যেতো একেবারে। আমি সেখানে বুড়ো আন্টিপকে ডেকে সোজা বলে দিতে পারতাম—ভেবে দেখুন এখনও, মার্‌ফাকে তার সম্পত্তির অংশটুকু লিখে পড়ে দেবেন কিনা!—না? বেশ! জেনে রাখুন তা'হলে যে সারা গাঁয়ে মারফা ছাড়া আরও অনেক মেয়ে আছে। এক কথায় আমি তা'হলে হতে পারতাম সম্পূর্ণ স্বাধীন আর আত্মপ্রতিষ্ঠাপন্ন।

"কিন্তু!" ছেলেটির একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো বেশ জোরেই—"সে আর হ'ল না! বিয়ে ক'রে শ্বশুরের কাছে দাসখত লিখে দেওয়া ছাড়া আর কোনোই উপায় আমার এখন নেই!—আমি ঠিক করেছিলাম,—সোজা চলে যাবো কুবানে। সেখানে গিয়ে যা ক'রে হোক আমি জোগাড় করবো শ'দুয়েক রুবল।—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো আমি! কিন্তু তাও হ'ল না। কুবানে আমার যাওয়া আর হয়ে উঠলো না! যাক্‌—কি আর করবো! এবার ঠিক করেছি—বাড়ী ফিরে গিয়ে শ্বশুরের কাজই করবো; শ্বশুরের ক্ষেতেই রোজের কুলির মতো পরিশ্রম করবো। নিজের যে জমিটুকু আছে আমার, তা'দ্বারা আমি চালাতে পারবো না কোনো রকমেও! উঃ!—"

ভাবী শ্বশুরের অধীন হয়ে থাকায় ছেলেটির সত্যিই বড় ঘৃণা। মুখখানা তার ব্যথায় আর দুঃখে একেবারে কালো হয়ে উঠলো। হতাশভাবে একদিকে সে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। চেলকাসও একেবারে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলো তার নিজের ভাবনায়। হঠাৎ এক সময় ছেলেটির ডাকেই তার চমক ভাঙলো।

তার সাথে কথা কওয়ার আর ইচ্ছে ছিল না চেলকাসের। তবু দরদের খাতিরে একবার সে জিজ্ঞাসা করলো—“এবার তা'হলে কোথায় যাবে তুমি ?”

“আবার কোথায়—বাড়ীতেই !”—হতাশভাবে ছেলেটি উত্তর দিলো।—

“আচ্ছা—বলতো, আমি ঠিক বলতে পারি না অবশ্য—তুমি বোধহয় যাবার পথে তুরষ্ক হয়ে যাবে—না ?—”

'তুরষ্ক হয়ে'—ছেলেটা যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো—‘খ্রীষ্টান হয়ে আমি যাবো তুরষ্কে—। বলছো কি ?—না—না—না কখ্‌খনো না !—”

'আহাম্মোক কোথাকার !—একটা নিশ্বাস ফেলে চেলকাস্‌ তার দিক হ'তে মুখটা ফিরিয়ে নিলে।—ওর সাথে আর একটিও কথা বলা মানেই হচ্ছে—সময়ের আর কথার অপব্যয়। এই দৃঢ়কায়, সুন্দর গ্রাম্য ছেলেটি তার মনে একটা ভাবান্তর জাগিয়ে তুলেছে। এক আবছা বিরক্তিতে চেলকাসের মন ক্রমেই বিষিয়ে উঠতে থাকে।—রাতের বেলায় কত বড় ঝুঁকি নিয়ে তাকে কাজে নামতে হবে—কত ভাবনা তার। কিন্তু এই ছেলেটার জন্যে তার ভাবনা চিন্তা পর্যন্ত গোলমাল হয়ে যায়।

কথার মাঝে এই রকম একটা ধাক্কা খেয়ে ছেলেটিও চুপ ক'রে

গেল। মুখখানা তার ফুলে উঠলো রাগে—আর চোখ দুটো তার একবার জ্বলে উঠলো। পথের একদিকে মুখ ফিরিয়ে সে ব'সে রইলো খানিকক্ষণ—আর মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে এক একবার দেখে নিতে লাগলো চেলকাসকে। আলাপ করতে গিয়ে এই রকম একটা বেখাপ্পা ছন্নছাড়ার কাছ থেকে এই রকম অপমান আর উপেক্ষা সে মোটেও আশা করে নি। সেই ছন্নছাড়া লোকটি কিন্তু তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলো না আর। পাথরটার গায়ে ভালো ক'রে ঠেসান দিয়ে ব'সে সে তার ধূলোমাখা পা দু'খানা মাটিতে ঠুকে তাল দিয়ে, আপন মনে শিষ দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে লাগলো।

খানিকক্ষণ এইভাবে বসে থেকে ছেলেটির রাগটা কমে গেল অনেকখানিই, সে আবারও একবার চেষ্টা করলো ভাব জমাতে চেলকাসের সঙ্গে।

"বেশ! তোমার আবার হ'ল কি? নেশায় ধরলো নাকি আবার?" কিন্তু তার কথার সঙ্গেসঙ্গেই চেলকাস্ ফিরে তাকিয়ে তার দিকে অতি আকস্মিকভাবে এক প্রশ্ন করলো—"বলি—ওহে ছোকরা—চাকরী করবে আমার কাছে—আজকের রাতটার জন্যে সুধু। করবে—বলো—তাড়াতাড়ি।—"

ছেলেটি তার কথায় বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। অবিশ্বাসের সুরে সে জিজ্ঞাসা করলো—"কি চাকরী শুনি?"

"কি চাকরী?—যা তোমায় আমি করতে দেবো তাই! তবু শোনো—আজ রাতে আমি মাছ ধরতে বেরুবো—তুমি ডিঙি বাইবে শুধু! পারবে?"

"আচ্ছা বেশ। খুব পারবো! চাকরী যাই হোক না কেন—

তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে ব্যাপারটি কি জানো—তোমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা আমি করতে চাই না। তুমি বড্ড বেশী গম্ভীর আর সত্যি কথা বলতে কি—একটু যেন বেশী ঘোরালো।”

চেলকাসের পিত্ত যেন জ্বলে গেল তার কথা শুনে। চাপা রাগে গম্ভীর ভাবে সে বলে উঠলো—“ছাখো—মনে যাই ভাবো—কথা বলবে মুখ সামলে। নইলে একটি ঘুসিতে চোয়ালটি গুঁড়িয়ে দিয়ে—জলের মতো পরিষ্কার ক'রে দেবো সব কিছু তোমার কাছে।—”

বলতে বলতেই চেলকাস্ এক লাফে তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বাঁ হাতে গোঁফে চাড়া দিয়ে পেশীবহুল লোহার মতো তার ডান হাতখানায় ঘুসি বাগিয়ে এমন ভাবে সে চাইলো ছেলেটির দিকে যে ছেলেটি ভয় পেয়ে গেল একেবারে—চারদিকে অসহায়ভাবে একবার তাকিয়ে সেও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো তার জায়গা ছেড়ে—তুজনেই তুজনের দিকে চেয়ে রইলো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ।—

“আচ্ছা!” দাঁতে দাঁত চেপে চেলকাস্ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সামান্য একটা গেঁয়ো ছেলের, তার মুখোমুখী দাঁড়াবার স্পর্ধা দেখে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো রাগে—সারা গা যেন জ্বলে যেতে লাগলো। ছেলেটির সাথে প্রথম কথা বলার সময় তার ভালো লেগেছিলো তাকে—কিন্তু এখন তার সমস্ত মন জুড়ে এসেছে তার উপর দারুণ ঘৃণা। ছেলেটির সমস্ত কিছুই যেন অসহ্য মনে হতে লাগলো তার কাছে। ছেলেটির চোখ তুটো স্বচ্ছ নীল, স্বাস্থ্য সুদৃঢ়, মুখখানি সুন্দর, হাত তু'খানা দীর্ঘ আর বলিষ্ঠ।—

কোনোও না কোনোও গ্রামে তার একখানি নিজের ঘর আছে।—কোনোও সঙ্গতিপন্ন চাষী তাকে তার জামাই করতেও চায়—তার জীবন এখনও রয়েছে সবুজ—এ সমস্তও যেন চেলকাসের কাছে মনে হতে লাগলো জ্বালাময়। সবচেয়ে অসহ্য মনে হ'ল চেলকাসের যে, এই ছেলেটি তার সাথে তুলনীয় হ'তে পারে একদিক হ'তে। সেও তার মতো স্বাধীনতা চায়—স্বাধীনতা ভালবাসে—যদিও কিছুই বোঝে না সে স্বাধীনতার মর্ম।

নিজের থেকে যাকে হীন বলে মনে হয়—সেও যদি কোনোও বিশেষ কিছুর উপর সমান অনুরক্তি বা বিরক্তি দেখায়—সেটা তা'হলে সত্যিই হয়ে ওঠে বড় বেশী পীড়াদায়ক সন্দেহ নেই। চেলকাসের তাই বারবার মনে হ'তে লাগলো।

ছেলেটি একবার তাকালো চেলকাসের দিকে। তার মনে পড়লো—এখন আর চেলকাস্ সাধারণ কেউ নয় তার কাছে। চেলকাস আর সে হ'তে চলেছে নিযোক্তা আর নিযুক্ত ভৃত্য।

আস্তে আস্তে সে বললে—"আচ্ছা—ওসব কথা যাকগে। আমি রাজী আছি। আমার সঙ্গে শুধু কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ। কার কাজ করবো তাতে আমার দরকার নেই, সে তুমি হও আর যেই হোক। কাজ পাওয়া নিয়ে কথা। তবে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, তোমাকে ঠিক ব্যবসাদার বলে মনে হয় না। একটু যেন ভবঘুরে মতোন দেখা যায়—তাই!—তা—অমন অনেক হয় জানি! আমি কি আর নেশাখোর লোক দেখিনি? হা ভগবান—অনেক অনেক দেখেছি। তোমার চেয়েও ঢের বিশ্রী মাতাল আমি দেখেছি।—"

"বেশ—বেশ! তা'হলে তুমি রাজী!—" চেলকাস্ বেশ ঠাণ্ডা হয়েই প্রশ্ন করলো এবার।—

"নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে!—তবে কি রকম মজুরী মিলবে বল আগে।"

"সে কাজ বুঝে। যেমন কাজ হবে—মানে—যেমন জালে পড়বে সেই রকমই মিলবে।—তবে পাঁচ রুবল তুমি পাবেই!—বুঝলে!"

কিন্তু এবার টাকার কথা, কাজেকাজেই ছেলেটি আর অত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে যেতে রাজী নয়। চেলকাসের কাছ থেকে সে শুধু পরিষ্কার কথাটি শুনতে চায়। কিন্তু চেলকাসের কথার ধরনে তার মনে আবার সেই অবিশ্বাস আর সন্দেহ জেগে উঠলো।—

সে বলে উঠ্‌লো—'না বন্ধু—ওভাবে কাজ করা আমার ধাত নয়। আমার—"হাতে কড়ি—পার করি" ব্যবস্থা।—"

কিন্তু চেলকাস্ তাকে কথার মাঝেই থামিয়ে দিলে ধম্‌কে। "তর্ক ক'রো না—যা বলি শোনো। আগে চলো—ওই রেস্তোরাঁটায় যাওয়া যাক।"

তারা দুজন এবার রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি চলতে লাগলো। চেলকাস্ মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে তার ঘন দীর্ঘ গোঁফ জোড়ায় চাড়া দিতে লাগলো, চলতে চলতে প্রভুর মতো উদ্ধত আভিজাত্যে। আর সে ছেলেটি চললো একান্ত অনুগত ভৃত্যের মতো সসম্ভ্রমে প্রভুর সান্নিধ্যটুকু বাঁচিয়ে।—কিন্তু তবু মনে তার জেগে রইলো তখনও একটু ক্ষীণ অবিশ্বাস আর অস্বস্তি।

চলতে চলতে একসময় চেলকাস্ জিজ্ঞাসা করলো—"হ্যাঁ ভালো কথা তোমার নামটি কি ?"

ধীরভাবে ছেলেটি উত্তর দিল—"গাভ্রিলো।"

রেস্তোরাঁর নোংরা আর ধোঁয়ায় ভরা একটা খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো তারা দু'জনে। গাভ্রিলো অবাক ভাবে শুধু চেয়ে দেখলে চেলকাস্ কেমন গম্ভীরভাবে কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে গিয়ে চির পরিচিতের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে আদেশ দিলে একবোতল ভাদ্‌কা, দু'ডিস্ সব্জীর ঝোল, দু'ডিস মাংস আর দু'কাপ চায়ের। তার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজার কেমন ব্যস্ততার সঙ্গে 'ওয়েটার' কে নির্দেশ দিলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে! ওয়েটারও কেমন সসম্ভ্রমে চেলকাসের দিকে চেয়ে শুধু মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চলে গেল। সমস্ত অবিশ্বাসের গ্লানি কেটে গিয়ে গাভ্রিলোর মনটা সম্ভ্রমে ভরে উঠলো, অল্পকালের চেনা তার এই ছন্নছাড়া নিয়োগ-কর্তাটির উপর। এতটা প্রতিষ্ঠা, এতটা বৈশিষ্ট্য যার এখানে—সে একেবারে নেহাৎ সাধারণ লোক নয় কখনই।

হঠাৎ তার দিকে ফিরে চেলকাস্ বললে—'এবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক্। তারপর আমাদের কথাবার্তা শেষ করা যাবে'খন। তা'—তুমি একটু বসো—আমি এক্ষুণি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।—"

চেলকাস্ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গাভ্রিলো এইবার

চেয়ে দেখলো একবার তার চারপাশ।—নীচু, স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার একখানা ঘর। মদের গন্ধ, তামাকের ধোঁয়া, আলকাতরা আরও নানা জিনিষের কটু গন্ধ মিশে বাতাসটুকু ক'রে তুলেছে ভারী। তার ঠিক মুখোমুখী আর একখানা টেবিলে বসে একজন মাতাল—নাবিকের পোষাকপরা। লালমুখখানা তার লাল্‌চে দাড়িতে ভর্তি আর সর্বাঙ্গে কালিঝুলি মাখা।—ঢেকুর তুলতে তুলতে সে গান গেয়ে চলেছে আপন মনে, নেশায় জড়িয়ে আসা অস্পষ্ট ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বুরে।—নিঃসন্দেহে সে একজন অ-রুশীয়ান।

তার পিছনে বসে দু'জন মোলডাভিয়ান স্ত্রীলোক। নোংরা বিশ্রী আর জঘন্য চেহারা। তারা দুজনেও নেশার ঝোঁকে জড়িয়ে আসা স্বরে, স্বুর মেলাবার বৃথা চেষ্টায় নানা অসংলগ্ন স্বুর মিশিয়ে একটা গানের কলি গাইবার চেষ্টা করছে বারবারই।

ঘরের প্রতিটি অন্ধকার কোণায় কোণায়, তার চারি পাশ ঘিরে একে একে কেবল জেগে উঠতে লাগলো অদ্ভুত নেশায় মাতাল কোলাহল-মুখর আর অস্থির নানা মূর্তি।—

এইখানে এইভাবে নিঃসঙ্গ একাকী বসে গাভ্রিলোর মনটা অস্বস্তিতে ভ'রে উঠলো। অস্থির আগ্রহে সে প্রতীক্ষা করতে লাগলো চেলকাসের ফিরে আসার। খাবার ঘরের কোলাহল একটু একটু ক'রে ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। প্রতিমুহূর্তেই আরও নতুন স্বুরের তরঙ্গ উঠে এক সাথে মিশে যায়। সব মিলে গম্‌গম্‌ করতে থাকে ঘরখানা।—যেন কোনোও অতিকায় হিংস্র প্রাণী এই অন্ধকূপ হতে মুক্তি পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠে কোনোও পথ খুঁজে না পেয়ে চাপা আক্রোশে হুঙ্কার দিয়ে উঠছে তার বিভিন্ন কণ্ঠের রুক্ষতা একসাথে মিলিয়ে। গাভ্রিলোর মনে হ'তে

লাগলো যেন এক নেশার মতো অবসন্নতায় ছেয়ে ফেলছে তাকে ধীরে ধীরে। তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে চোখ ছুটি তার। তবু সে চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগলো ভয়ে বিস্ময়ে মেশা এক অপরূপ কৌতুহলে।—

বেশীক্ষণ আর তাকে এই অবস্থায় বসে থাকতে হ'ল না। একসময় চেলকাস্ এসে উপস্থিত হ'ল। তারপরই তারা সুরু করলো পানভোজন। গ্লাসের পর গ্লাস মদ শেষ করলো চেলকাস্—কিন্তু মাত্র তিন গ্লাসেই গাভ্রিলোর নেশা ধরে গেলো। মনটা তার হঠাৎ স্ফূর্তিতে ভরে উঠলো বড় বেশী।—তার এই ছন্নছাড়া নিয়োগ কর্তাটি—যদিও এখন পর্যন্ত তেমন বিশেষ কিছুই করেনি তার জন্যে—তবুও তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো গাভ্রিলোর মন। কেমন ভদ্রলোক—তার জন্য কত যত্ন-আয়োজনই করেছে।—একটা বেশ ভালো রকম প্রশংসার কথা বলবার জন্যে তার বুকটা ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। কিন্তু গলার স্বর তার জিভে এসেই ঠেকে রইলো—প্রকাশ হ'ল না কিছুতেই।

চেলকাস্ তার দিকে চেয়েছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে—ঠোঁটের কোনায় তার বাঁকা হাসি!—

"নেহাৎ নাবালক—একেবারে ছুগ্ধপোষ্য! ছিঃ—মাত্র পাঁচ গ্লাসেই এই। তুমি কেমন ক'রে কাজ করবে!"—সে বলে উঠলো শ্লেষের স্বরে।

গাভ্রিলো হেসে উঠলো মাতালের সরল প্রাণ-খোলা হাসি।—"বন্ধু—ভয় করোনা—ভয় করোনা! তোমাকে আমি প্রাণ দিয়ে

শ্রদ্ধা করি ! একবার—একবার তোমার হাতখানা এগিয়ে দাও—আমি একটা চুমো দিই !—দাও !"

"থাক্—থাক্—" চেলকাস্ বললে—"নাও আর একটু—একটুখানি মোটে !"

গাভ্রিলোও বিনা দ্বিধায় আরও একটা গ্লাস নিঃশেষ করলো। এমনি ক'রে গ্লাসের পর গ্লাস মদ শেষ ক'রে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছুলো সে—যে তার চারদিকে সব কিছুই যেন দুলতে লাগলো তাকে ঘিরে। তালে তালে ঘরখানা পর্যন্ত যেন নেচে উঠলো তার পায়ের তলায়।—এবার গাভ্রিলোর মনে হ'তে লাগলো সবই বড় অস্বস্তিকর—আর নিজেকেও এতক্ষণে তার মনে হতে লাগলো বড় অসুস্থ। মুখে তার পরিষ্কার ফুটে উঠলো শিশুসুলভ সারল্য আর বোকাটে ভাব—কি একটা বলবার অদম্য চেষ্টায় ঠোঁট দুটি তার থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো—কিন্তু ভাষায় রূপ পেলোনা কোনোও কথাই তার। চেলকাস্ খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে—অতীতের কোনো কথা যেন মনে পড়তে লাগলো তার বারবারই। গোঁফ জোড়া পাকাতে পাকাতে তার মুখে ফুটে উঠ্লো ঈষৎ হাসি। কিন্তু এবার সে হাসি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ভরা নয়—যেন বড় ক্ষীণ, বড় বিষণ্ণ।

অসংখ্য মাতালের নেশাতুর কোলাহলে খাবার ঘরখানা তখনও গম্‌গম্ করছে। এরই মাঝে সেই লাল মুখ নাবিকটি কখন যেন টেবিলের উপরেই মাথাটি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পরম নিশ্চিন্তে। একবার যেন সমস্ত ঘরখানা কেঁপে উঠলো অগণন মাতালের কলহাস্যে।

চেলকাস্ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো—বললে—"চলো—এবার যাওয়া

যাক্"। গাভ্রিলো ব্যস্ত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো তাড়াতাড়ি—কিন্তু উঠতে পারলো না সে আসন ছেড়ে—এমনই নেশায় ধরেছে তাকে। স্বধু একটা বিশ্রী শপথ ক'রে সে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠ্‌লো—মাতালের অর্থহীন হাসি।

"একেবারেই হতভাগা—" চেলকাস্‌ বলে উঠ্‌লো তার অবস্থা দেখে—তারপর আবার বসে পড়লো গাভ্রিলোর সামনা-সামনিই।

গাভ্রিলো তখনও তার অদ্ভুত ঘোলাটে চোখে চেলকাসের দিকে চেয়ে চেষ্টা করতে লাগলো কি যেন বলবার। আর চেলকাস্‌ নানাকথা ভাবতে ভাবতে তার দিকে চেয়ে রইলো তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে। তার মনে হ'ল ছেলেটি যেন তার হিংস্র থাবার মধ্যে পড়া শিকারের মতো অসহায়। তাকে দিয়ে সে এখন যা খুসী তাই-ই করাতে পারে এমন ক্ষমতা তার আছে। হাতের তাসের মতো সে ইচ্ছে মতন খেলতে পারে এখন ছেলেটির জীবন নিয়ে। আবার ইচ্ছে করলে সে তাকে তার কৃষক-জীবনে বেশ স্থায়ী প্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তুলতেও পারে। একটি জীবনের সে প্রভু এখন—এই চিন্তাটা যেন নেশার মতো পেয়ে বসলো তাকে। মনে মনেই ভাবলো সে একবার—নিয়তির কঠোর বিধানে নিজে সে যে বিষের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে—এই ছেলেটিকে তার স্পর্শে বিষিয়ে তুলবে না সে আর। এই নির্মল জীবনটির প্রতি কখনও তার হিংসা হয়—কখনও করুণা হয়। আবার কখনও অবজ্ঞাও করে সে এই জীবনটিকে প্রাণভরে। কিন্তু তবু তারই মতো আর কারুর হাতে গিয়ে যদি পড়ে ছেলেটি কখনও—এই চিন্তাটা তার মনের মধ্যে জেগে উঠে তোলপাড় করতে লাগলো তার বুকখানা।

ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেল চেলকাস্‌।—তার সমস্ত

চিন্তাস্রোত একসময় এক সাথে মিশে গিয়ে—এক অভিভাবকত্বের দায়িত্বভার জাগিয়ে তুললো তার মনের মাঝে। এবার ছেলেটির জন্যে সত্যিই তার দুঃখ হ'তে লাগলো। কিন্তু তবু তাকে আজ তার বড় প্রয়োজন,—তাকে সঙ্গে না হ'লে চেলকাসের চলবে না। এবার চেলকাস্ শক্ত ক'রে এক হাতে জড়িয়ে ধরলো গাভ্রিলোকে—তারপর উঠে দাঁড়ালো তাকে নিয়ে। নিজের শরীরের উপর তার সমস্ত ভার নিয়ে ধীরে ধীরে সে তাকে বের ক'রে নিয়ে এলো খাবার ঘরের মধ্য থেকে। তারপর বাইরের একটা কাঠের বাক্সের স্তূপের ছায়ায় তাকে শুইয়ে দিলে পরম যত্নে। বিড় বিড় ক'রে কি বলতে বলতে গাভ্রিলো খানিকক্ষণ একটু ছট্‌ফট্ করলো অস্থিরভাবে—তারপরই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো পরম নিশ্চিন্তে।—

আর চেলকাস্—তার পাশে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে টানতে ভাবতে লাগলো কত কথা।

গ্রাভ্রিলো ব্যস্তভাবে কি যেন দেখছিল একটা ডিঙ্গির দাঁড়ের কাছটায়।—এমন সময় অতি আস্তে চেলকাস্ জিজ্ঞাসা করলো—"কেমন সব ঠিক।"

"আর একটু"—গ্রাভ্রিলো উত্তর দিলে, "দাঁড়ের একটা লোহা একটু আলগা হয়ে গেছে—একটু ঠুকে নি দাঁড়টা দিয়ে।"

'না—না—না।' চেলকাস্ যেন আঁৎকে উঠ্‌লো একেবারে।

"শব্দ যেন মোটে না হয়। আলগা যদি হয়ে গিয়ে থাকে কিছু হাত দিয়ে একটু চাপ দাও 'সব ঠিক হয়ে যাবেখন।"

বজরা আর ছোট ছোট জাহাজের ভিড় বন্দরের পাশে। বজরাগুলো তক্তাবোঝাই আর জাহাজের কোনোটা বা খালি কোনোটা বা চন্দনকাঠ, সাইপ্রাসের মোটাগুড়ি আর পিপেভরা উদ্ভিজ্জ তেলে বোঝাই। তারই মাঝের একটি জাহাজের দাঁড়ের কাছে বাঁধা একখানা ডিঙ্গি তারা খুলে নিলো চুপি চুপি।

মেঘে ঢাকা আকাশ আর রাতও অন্ধকার। টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘগুলো ভেসে চলেছে আকাশবেয়ে। আর নীচে সমুদ্রের জল স্থির পীচের মতো ঘন আর কালো। ছোট ছোট ঢেউগুলো স্যাংসেতে লোনা ফেনার রাশি নিয়ে ছুটে আসছে, অবিরাম লীলাচ্ছলে আঘাত করছে এসে জাহাজের গায়ে—অদূরের তীরভূমিতে। তারপরই চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। চেলকাসের ছোট ডিঙ্গিখানিতেও একটু মৃদু দোলা দিয়ে যাচ্ছে তারা যেতে যেতে। তাদের চারদিক ঘিরে শুধু জলযানের মেলা। আর দূরে তীরভূমি হ'তে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে বিরাটকায় জাহাজগুলোর আবছামূর্তি। সগর্বে কালো আকাশের দিকে তুলে তাদের উন্নতমাস্তুল—তারা দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের বুকে। মাথায় তাদের নানারংয়ের আলোর কিরীট।—সে আলোর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পড়েছে শান্তসমুদ্রের বুকে। আর সবে মিলে একটা ঈষৎ হরিদ্রাভ কম্পমান দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে চারি পাশে। সমুদ্রের বুক মখমলের মতো কোমল। ঘন কালো জলে ছন্দবদ্ধ দোলা। সমুদ্রক্লান্ত, সারাদিনের শ্রম-শ্রান্ত-শ্রমিকের মতো গাঢ় সুপ্তিমগ্ন।

দোলায়মান-তরঙ্গে-তরঙ্গে তারই পরিমিত নিশ্বাস কম্পন। চেলকাস্ তাই-ই দেখছিলো একমনে।

হঠাৎ একসময় দাঁড় দু'খানা জলে নামিয়ে দিয়ে গ্রাভ্রিলো বলে উঠলো—"অনেকটা চলে এলাম যে।—"

"ওঃ", চেলকাসের যেন হঠাৎ চেতনা ফিরে এলো। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাল ঘুরিয়ে ডিঙ্গিখানিকে সে চালিয়ে নিলো দু'খানা বজরার মাঝে ক্ষীণ একটি জল রেখায়। তর্‌তর্ ক'রে ডিঙ্গি বেয়ে চললো তাদের অন্ধকারের মাঝে। ছপ্‌ছপ্ ক'রে মৃদু দাঁড়ের ঘা লাগে জলে—জ্বলে ওঠে সেখানে একটা ফস্ফরাসের মতো নীল দীপ্তি।—পিছনে ফেলে আসা জলজুড়ে কাঁপতে থাকে ক্রমপ্রসরমান একটা নীলাভ দ্যুতিরেখা।

সেই দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতেই—চেলকাস্ জিজ্ঞাসা করলো গ্রাভ্রিলোকে—"তোমার মাথাধরা কেমন?"

"বড় যন্ত্রণা হচ্ছে"—গ্রাভ্রিলো উত্তর দিলো—"রগ দুটো যেন ছিড়ে যাচ্ছে। একটু জল দিই এবার মাথায়।—কি বলো!—"

"মাথায় জল দিয়ে লাভ কি—বরং পেটে একটু জলীয় কিছু দাও। উপকার পাবে। আর—এই নাও-না—এর চেয়ে ভালো কি আর ওষুধ আছে নাকি!"—পকেট থেকে একটা বোতল বার ক'রে এগিয়ে দিলো চেলকাস্!

"চমৎকার" গ্রাভ্রিলো যেন লাফিয়ে উঠ্‌লো একেবারে—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

বোতল খোলার একটা অস্পষ্ট আওয়াজ হ'ল, তারপরই গ্রাভ্রিলো ঢক্‌ঢক্ ক'রে খানিকটা মদ ঢেলে দিলে তার গলায়।—

"কেমন ভালোতো—ব্যস্—ব্যস্"—চেলকাস্ বোতলটা ছিনিয়ে নিলো আবার—"যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।—"

তারা দুজনেই রইলো চুপ ক'রে। নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে হাল্কা ডিঙিখানা তাদের এগিয়ে চললো জাহাজের ছায়ায়। হঠাৎ একসময় জাহাজের আর বজরার সেই অন্ধকার গোলক ধাঁধা ছেড়ে—ডিঙিখানি এসে পড়লো সমুদ্রের বুকে। সামনে সমুদ্র—অসীম, উজ্জ্বল, নীরব আর ছন্দোময়। দূরে—বহুদূরে—যেখানে আকাশ এসে মিশেছে সমুদ্রের বুকে—অস্পষ্ট সেই দিকচক্রবালে জলের বুক হ'তেই যেন জেগে উঠ্ছে দলে দলে মেঘ। কোনো কোনো মেঘ ঈষৎ হরিৎপ্রান্ত গাঢ় নীল, কোনোটি বা সাগরেরই মতো নীলাভ! গাঢ় ছায়া ফেলে ঘন কালো মেঘের দল উঠে আসছে একে একে বিরাট দৈত্যের মতো। ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে আসছে একে একে। একটি মিশে যায় আর একটির সাথে। একটি এগিয়ে আসে আর একটি ছেড়ে। প্রাণহীন এই জড়বস্তুগুলোর এই অসীম শোভাযাত্রার মাঝে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে এক কুহকিনী মায়া। আকাশ অনিমিষে চেয়ে থাকে ঘুমন্ত সমুদ্রের নিরাবরণ স্নিগ্ধ দেহখানির প্রতি অযুত তারার উজ্জ্বল আঁখি মেলে। নানা রংয়ের তারা—স্বপ্নময় স্নিগ্ধ আলোয় তাদের আশা জাগায় মনে—তাদের যে মন ভালবাসে! দিগন্তের সীমারেখায় তাই এসে যেন জ'মে ওঠে অগনন মেঘের মেলা। আকাশের সেই স্বপ্নময় দৃষ্টি হ'তে সমুদ্রকে ঢেকে রাখতে তারা যেন চির-রাত্রি ধ'রে চালাতে চায় তাদের এই অলস মন্থর শোভাযাত্রা—শুধু অহেতুক হিংসার নেশায় মেতে। তাদের কালিমা মনে এসেও দাগ লাগায়। তারা ভেসে চলে একের পর এক, আকাশের মুখ ঢেকে আর

সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায় তার প্রশান্তসুপ্তির নিশ্বাসের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মতো।

"সাগর আজ ভারী চমৎকার—না!"—চেলকাস্ হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসে।—

"হ্যাঁ—তা বটে তবে আমার ভারী ভয় করে।"—গাব্রিলো উত্তর দিলো—জলেফেলা দাঁড়টায় তার জোরে একটা টান মেরে। তার লম্বা দাঁড়ের আঘাতে আঘাতে জলের বুকে জাগে একটা অস্ফুট কল্লোল। খানিকটা জল ছিট্‌কে পড়ে চারদিকে আর একটা তীব্র উজ্জ্বল নীলাভ ফস্‌ফরাসের মতো দীপ্তি জ্বলতে থাকে দাঁড়ের তলায় তলায়।

"ভয় করে! অপদার্থ কোথাকার।" চেলকাসের অস্ফুটস্বরে ঝ'রে পড়ে অসন্তোষ।—

চেলকাস্ চোর, চেলকাস্ অসামাজিক, কিন্তু সে সমুদ্রকে ভালবাসে। চঞ্চল বাঁধনহারা, নব নব ভাবধারার পিছনে ছুটে-চলা মন তার, কখনও ক্লান্ত হয় না এই অসীম, অবাধ, শক্তিময় কালিমার সীমাহীন বিস্তারের দিকে চেয়ে থাকতে। আর তাই তার এমন প্রিয়বস্তুর সম্বন্ধে ওই রকম মন্তব্য মনকে আহত করলো তার। পিছনের আসনে ব'সে রইলো সে চুপ ক'রে। তার দাঁড়ের মৃদু আঘাতে জল হ'তে লাগলো উচ্ছল। আর সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সামনের দিকে। মনে তার জেগে উঠলো এক দুর্দম কামনা—এই অন্ধকার, এই শান্ত স্থির সমুদ্র, এর মধ্য দিয়ে দূরে—বহু দূরে ভেসে যেতে। এই সমুদ্রকে ছেড়ে যেতে চায় না মন তার।

সমুদ্রের কাছে এলেই এক অজানা গভীর ভাব এসে নেশার মতো আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে তাকে। তার মনকে পর্যন্ত নেশায় বিহ্বল

ক'রে তোলে, তার সারাদিনের দুঃখ-ক্লান্তি-জ্বালা সব হ'তে মুক্ত ক'রে দেয়। এইটুকুর দাম তার কাছে অনেক। চেলকাস্ তাই ভালবাসে এই মুক্ত সমুদ্র আর মুক্ত বাতাসের মাঝে পালিয়ে এসে নিরুদ্দেশের পথে ভেসে বেড়াতে। এখানে এলে তার মনের সব দুঃখ আসে হাল্কা হয়ে। জীবনের জ্বালা হারিয়ে ফেলে তার তীক্ষ্ণতা—জীবন হারিয়ে ফেলে তার মূল্য।

"কিন্তু তোমার বড়শি কোথায়—য়্যাঁ"—গাভ্রিলো হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে ওঠে সন্দিগ্ধভাবে, ডিঙির ভিতরের দিকে চেয়ে।

চেলকাস্ চমকে উঠলো একেবারে।

"বড়শি?—ওঃ—সে তো আমার কাছে—এই হালের সঙ্গেই আছে।"

"সে কি—কি রকম বড়শি আবার তোমার?" গাভ্রিলো জিজ্ঞাসা করলো আবারও। স্বরটা তার সন্দেহ আর বিস্ময়ে ভরা।—

"কি রকম আবার—এই খানিকটা সুতো আর"—উত্তর দিতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলো চেলকাস্। আসল উদ্দেশ্য চাপা দিতে—এইটুকু একটা ছেলের কাছে মিথ্যে কথা বলতে লজ্জা হলো তার। কিন্তু এই রকম একটা বেয়াড়া প্রশ্ন ক'রে ছেলেটা ভেঙে দিলো তার স্বপ্নময় তন্ময়তাটুকু—যেটুকুই শুধু তার একান্ত কাম্য—। তাই চেলকাসের মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠলো। সারাদিনের তিক্ততাটুকু যেন আবার ফিরে এলো চেলকাসের মধ্যে। তার বুক—তার গলা পর্যন্ত যেন জ্বালা করতে লাগলো তার বিষে। গাভ্রিলোর দিকে ফিরে সে ব'লে উঠলো গম্ভীর জ্বালাময় নিষ্ঠুর স্বরে—"তুমি যে ব'সে আছো ওইখানে—আমি বলছি—ওইভাবে ব'সেই থাকো।

তোমার যা কাজ নয় তার ভিতরে মাথা গলাতে যেয়ো না। তোমাকে আমি কাজ দিয়েছি দাঁড় টানবার—দাঁড়ই টেনে যাও মুখ বুজে। আর যদি মুখ বুঁজে থাকতে না পারো—তা'হলে শুনে রাখো—সেটা তোমার পক্ষে খুব মঙ্গলজনক হবে না। বুঝলে—?"

দারুণ অস্বস্তিতে গাভ্রিলো কেঁপে উঠে ছেড়ে দিলো দাঁড়। মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেই ডিঙিখানা থেমে গেলো একেবারে। জলের মধ্যে নিস্পন্দ দাঁড় দুটোর পাশে পাশে জ'মে উঠলো ফেনা।

"বেয়ে চলো।"

বাতাসের বুক চিরে ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ চীৎকার জেগে উঠলো। গাভ্রিলো তাড়াতাড়ি দাঁড় দুটো ধ'রে টান দিলো জোরে। ঝট্‌কা দিয়ে যেন লাফিয়ে উঠলো ডিঙিখানা। তারপরই সশব্দে জল কেটে এগিয়ে চললো সে এলোমেলো দোলানির সাথে সাথে অস্থির গতিতে।

"ঠিক ক'রে চালাও!"—

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো চেলকাস্ দাঁড়খানা হাতে নিয়ে। গাভ্রিলোর পাণ্ডুর বিশীর্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে যেন জ্বলতে লাগলো তার হিংস্র চোখ দুটো, ক্রুদ্ধভাবে দাঁতে দাঁত ঘস্‌তে ঘস্‌তে সে ঝুঁকে দাঁড়ালো যেন এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে গাভ্রিলোর উপরে।

হঠাৎ এমন সময় সমুদ্রের দিক হ'তে ভেসে এলো একটা রূঢ় তীক্ষ্ণ হুঙ্কার—"কে ওখানে চীৎকার করছে? কে ওখানে?"

"এবার!" চেলকাসের মুখখানা যেন আরও হিংস্র হয়ে উঠলো। "এবার কি হবে শয়তান! শীগ্গির বেয়ে চলো—খুব আস্তে দাঁড় টানবে, একটুও শব্দ যদি হয়—আমি তোমাকে খুন ক'রে ফেলবো

একেবারে! জানোয়ার কোথাকার! টানো দাঁড় এক—দুই—তিন—খবরদার শব্দ যদি একটুও করো কিছু—গলাটা তোমার কেটে ফেলবো একেবারে"—ফিস্‌ফিস্ ক'রে তর্জন ক'রে উঠলো চেলকাস্।

"ভগবান—ভগবান!" অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠলো গাভ্রিলো; ভয়ে আর ক্লান্তিতে বিবশ শরীর তার কাঁপতে থাকে।

ধীরে ধীরে ঘুরে গেল তাদের ডিঙির মুখ, তারপর অতি নিঃশব্দে সে আবার ফিরে চললো বন্দরের দিকে। জাহাজের উদ্ধত মাস্তুলগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কুটিল ভ্রূকুটি ক'রে। আর নানা রংয়ের আলোগুলো একাকার হয়ে মিশে গিয়ে খুলেছে বর্ণ-বৈচিত্র্যের এক অদ্ভুত সমারোহ, আর জলের বুকে কাঁপছে তাদের রামধনু রঙা প্রতিচ্ছবি।

—এই "কে চীৎকার করলে—সাড়া দাও!" আবার ভেসে এলো সেই তীব্র হুঙ্কার! কিন্তু এবার অনেক দূর হ'তে। চেলকাস্ এতক্ষণে শান্ত হয়ে বসলো।

"তুমিইতো বন্ধু চীৎকার করছো সুধু—"চেলকাস্ এবার ব'লে উঠলো একটু জোরেই—যেদিক হ'তে প্রহরীর সাড়া আসছিলো—সেইদিকে চেয়ে। তারপর ফিরে তাকালো গাভ্রিলোর দিকে। গাভ্রিলো তখন ভগবানের নাম করছে কাঁপতে কাঁপতে।

"তোমার বরাতটি খুবই ভালো বন্ধু—যা হোক" সে বললে গাভ্রিলোকে। ওই সয়তানগুলো ধরতে পারতো আমাদের তা'হলেই তোমার লীলাখেলা ফুরিয়েছিল আর কি! বুঝলে। এবার তোমাকে আমি নিয়ে যাবো এক্ষুণি সেখানে—মানে আমার মাছ ধরবার জায়গায়।—"

চেলকাস্ যখন বেশ ধীরভাবে আর হাসতে হাসতেই এত

কথা বলে চলেছিলো—গাভ্রিলো কিন্তু তখনও কাঁপছিলো ভয়ে।—আর মিনতি জানাচ্ছিলো চেলকাস্‌কে অস্ফুটস্বরে—দোহাই তোমার—আমাকে ক্ষমা করো তুমি—তোমার হাতে ধরছি—আমায় ফিরে যেতে দাও। আমাকে তীরে নামিয়ে দাও—যেখানেই হোক আমায় নামিয়ে দাও শুধু।—কি আমি করেছি তোমার—কেন আমাকে দিয়ে এসব পাপ তুমি করাবে? আমি পারবো না—আমি পারবো না; এসব আমি কোনওদিন করিনি, কোনওদিন করবোও না,—কেন তুমি জোর ক'রে আমাকে এই পাপে টেনে নামাচ্ছো—কেন? লজ্জা করে না তোমার! উঃ কি জঘন্য! কি ভীষণ!

'কী'? চেলকাস্‌ বেশ-একটু গম্ভীর ভাবেই প্রশ্ন করলো—"বলো—কী জঘন্য আর ভীষণ লাগলো তোমার কাছে?"

ছেলেটার এই ভয়—আর সে চেলকাস্‌, যে একটা ভয়ঙ্কর লোক, ছেলেটার এই ধারণাটা—দুটোই যেন সমান উপভোগ্য চেলকাসের কাছে।

"তোমার এই ব্যবসা বন্ধু—তোমার এই ব্যবসা"—গভ্রিলো উত্তর দিলো—"ভগবানের দোহাই—আমায় তুমি ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দিলেও তোমার কাজ আটকাবে না—আমায় নামিয়ে দাও। হায় ভগবান!"

"চুপ ক'রে থাকো।" চেলকাস্‌ উত্তর দিলো। "তোমাকে যদি আমার কাজেই না লাগতো তা'হলে আর তোমায় আমি সখ ক'রে বেড়াতে নিয়ে আসতাম না—বুঝলে! কাজে কাজেই চুপ ক'রে থাকো, বেশী বাজে ব'কো না।"

গাভ্রিলো আর পারলোনা—একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

'চুপ'। চেলকাস্ তাকে একেবারেই দমিয়ে দিলো।

গাভ্রিলো কিছুতেই পারলোনা নিজেকে ঠিক রাখতে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে—নিজের জায়গায় ব'সে সে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলো; কিন্তু তবু দাঁড়টেনে যেতে লাগলো আপ্রাণ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে। নৌকাখানা তাদের ছুটে চললো তীরের মতন। আবার তাদের পথের মাঝে জেগে উঠলো জাহাজের কালো কালো মাস্তুলগুলো। আবার নৌকাখানা গিয়ে পড়লো তাদের মাঝে—আর তারপর ঘুরে বেড়াতে লাগলো মাঝের সঙ্কীর্ণ জলপথগুলি বেয়ে হিংস্র নেকড়ের মতোই।

"এই—শোনো"—চেলকাস্ হঠাৎ ব'লে উঠলো ফিস্ ফিস্ ক'রে—"যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে—যদি প্রাণটা বাঁচাতে চাও তো উত্তর দিয়ো না কোনও কথার—বুঝলে।"

"ওঃ"—গাভ্রিলো শুধুই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো চেলকাসের এই অমূল্য উপদেশের উত্তরে। আর যা সে বললে তা সোজা কথায় বলতে হ'লে বলতে হয়—তা হতোঽস্মি।

"হাউ-হাউ ক'রে কেঁদোনা অমন"—চেলকাস্ চাপা গলায় তর্জন ক'রে উঠলো।

চেলকাসের এই মৃদু ফিস্‌ফাসেই গাভ্রিলোর সমস্ত শক্তি যেন লোপ পেয়ে গেল, তার কোনও চেতনা রইলো না কিন্তু একটা ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাসে সে যেন হয়ে উঠলো সন্ত্রস্ত। গাভ্রিলো যেন একটা স্বতঃচালিত যন্ত্র। দাঁড় দুখানা সে জলে ফেলছে—ধীর ভাবে টানছে আবার তুলছে আবার ফেলছে জলে। কিন্তু তার কোনোই খেয়াল নেই সেদিকে। সে শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার নিজেরই পায়ের দিকে। ছোট ছোট

ঢেউগুলো ছলছলিয়ে এসে আঘাত করছে জাহাজগুলোর গায়ে। তাদের সেই অস্পষ্ট কলোচ্ছ্বাস যেন গাভ্রিলোর কানে এসে বাজতে লাগলো সতর্কবাণীর মতো। তার শরীর শিউরে উঠ্‌তে লাগলো ভয়ে বারবারই। ক্রমে তারা এসে পৌঁছুলো ডকের কাছে। ডকের গ্রাণাইট পাথরের দেয়ালের পার হ'তে ভেসে আসছে কাদের যেন কণ্ঠস্বর। কাদের যেন গান আর তীক্ষ্ণ শিষ দেওয়ার আওয়াজ। আর দেয়ালে ঠেকে ফিরে আসা ঢেউগুলো যেন তুলছে এক অদ্ভুত আর্তনাদ।

'থামো'—চেলকাস্‌ হঠাৎ চাপা কণ্ঠে আদেশ করে "দাঁড় তু'লে ফেলে শুধু দেয়াল ধ'রে এগিয়ে চলো—আস্তে—খুব আস্তে।"

গাভ্রিলো ঠিক তেমনি ভাবেই ঠেলে নিয়ে চললো নৌকাখানা পিছল দেয়াল হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে। নৌকা তাদের বেয়ে চললো নিঃশব্দেই ডকের উজ্জ্বল সবুজ শ্যাওলা ধরা পাঁচীল ঘেঁষে।

'ব্যাস্‌'! আবার চেলকাসের মৃদু ফিস্‌ফাস্‌ আওয়াজ শোনা গেল। "এবার থামো, আর কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। হ্যাঁ—দাঁড়গুলো খুলে নাও। দাও আমার হাতে। আচ্ছা—তোমার পাশপোর্টখানা কোথায়?—ব্যাগের ভিতরেই আছে তো! তবে ব্যাগটাও আমি নিয়ে চললাম।—এইবার তুমি শুধু এইখানে চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাকো—এত কষ্ট আমার করতে হতো না—যদি তুমি মানুষ হতে। দাঁড় আর পাশপোর্ট আমি কেন নিয়ে চল্লাম তাও শুনে রেখো—এ শুধু তোমাকে, আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষন আট্‌কে রাখার জন্য। প্রথমতঃ—দাঁড় ছাড়া তুমি এখান থেকে পালাতে পারবে না। আর যদি তাও কোনও রকমে পারো—তা'হলেও বিনা পাশপোর্টে তুমি সাহস করবে না নিশ্চয়ই কোথাও

যেতে। এবার সব বুঝলে তো। এবার লক্ষ্মীছেলের মতন এখানে চুপটি ক'রে ব'সে থাকো, কিন্তু হ্যাঁ—আর একটা কথা যদি কোনও রকম শব্দ করো তা'হলে আর তোমায় ফিরে যেতে হবে না। সমুদ্রের তলাতেই তোমার সুন্দর সমাধি হবে। তোমার ভগবানেরও ক্ষমতা থাকবে না তখন আর তোমাকে বাঁচাতে, বুঝলে!—"

গাভ্রিলো আর কোনও সাড়া দিলো না। তারপরই চেলকাস্ কে জানে কিসের সাহায্যে—সেই পিছল শ্যাওলাধরা দেয়াল বেয়েই। উঠে গেল বিড়ালের মতোই হালকা পায়ে—একেবারে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল ডকের অন্ধকারের মাঝে অ-শরীরী ছায়ার মতোই।

গাভ্রিলো খানিকক্ষণ ব'সে রইলো মুহ্যমান হয়ে। এত দ্রুত এতগুলি ঘটনা ঘ'টে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে যে, সে নিজেই পারছিলো না নিজেকে আর বিশ্বাস করতে। চেলকাসের সাহচর্যে তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠছিলো এক দারুণ ভয়। হঠাৎ তার মনে হলো যেন সে ভয়টা তাকে ছেড়ে যাচ্ছে ক্রমেই। এক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো গাভ্রিলো, এতক্ষণে বুক ভ'রে সে শ্বাস নিতে পারলো একবার। এই তো পালাবার চমৎকার সুযোগ। সে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তার বাঁ দিকে একটা কালো ভাঙা বজরা যেন মস্ত একটা কফিনের মতো প'ড়ে আছে

স্থির, নীরব—নির্জন। প্রতি ঢেউয়ের আঘাতে তার মধ্য হতে জেগে উঠছে অস্পষ্ট অথচ গম্ভীর প্রতিধ্বনি অশরীরীর দীর্ঘ নিশ্বাসের মতোই।

ডাইনে ডকের শ্যাওলা ধরা পাথরের পাঁচীলে অজগরের মতো হিমস্পর্শ—এঁকেবেঁকে সাপের মতই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়েছে গিয়ে, আর পিছনে অন্ধকার ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন কতগুলো বিরাট কালো পাহাড়। গাভ্রিলো চাইলো সামনে। সেই বিরাট কফিন আর অজগরী দেয়াল—এই দুটোর মাঝ দিয়ে তার চোখে পড়লো শান্তসমুদ্র—আর তার বুক হতে জেগে উঠছে ঝড়ের মেঘের রাশি! সব কিছুই যেন মৃত্যুর মতো কালো—শীতল আর ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। আতঙ্কে শিউরে উঠলো গাভ্রিলো। চেলকাসের সাহচর্যে যে ভয় জ'মেছিলো তার মনে—এ আতঙ্ক তার চেয়েও ভীষণ। গাভ্রিলোর বুকখানা যেন ভয়ে জ'মে গেল! একেবারে জড়সড় হয়ে সে ব'সে রইলো কাঠের পুতুলের মতোই তার নৌকার মধ্যে—তার নিজের জায়গাটিতে।

কোনো দিকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুধু শোনা যায় সমুদ্রের একটানা অস্ফুট কল্লোলোচ্ছ্বাস! সব নীরব নিস্তব্ধ, মনে হয় এই অসীম নীরবতা ভেঙে এই বুঝি জেগে ওঠে মহাপ্রলয়ঙ্কর একটা কিছু—যা তোলপাড় ক'রে তুলবে সারা সমুদ্রের বুক, ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে ফেলবে আকাশের ওই অলসমন্থর মৃতমেঘের শোভাযাত্রা—লণ্ডভণ্ড ক'রে দেবে এই মূক-নিষ্প্রাণ জাহাজের শ্রেণী আর চূর্ণ ক'রে দিয়ে যাবে এই কঠিন নীরবতার ভিত্তি পর্যন্ত। তেমনি আকাশজুড়ে চলেছে মেঘের অলসমন্থর শোভাযাত্রা; আরও নতুন মেঘের দল উঁকি মারছে আকাশের কোনে সমুদ্রের বুক থেকে উঠে।

আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন এও একটা সমুদ্র—নিজের মনের দারুণ উত্তেজনায় জমে গিয়ে নিজে চেয়ে আছে নীচের শান্ত সুন্দর স্থির সমুদ্রের দিকে। ঈষৎ হরিৎপ্রান্ত মেঘগুলো যেন হলদে ফেনার মুকুটপরা ঢেউ—শুধু দোলা খেয়ে বেড়াতে চায় তারা, কিন্তু বাতাস তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে জোর ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নতুন জেগে ওঠা বিরাট মেঘদলের তরঙ্গের মাঝে—যেখানে আকাশের গভীর উত্তেজনার আগুনের নীলাভ ধূমরেখা জেগে রয়েছে—সেইখানে।

এমন সুন্দর অথচ এত ভীষণ এই পারিপার্শ্বিকের মাঝে ব'সে গাভ্রিলো অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। তার প্রভুর ফিরে আসাটাই এখন তার কাছে হয়ে দাঁড়ালো সবচেয়ে কাম্য। কি হলো—কেনই বা চেলকাস্ এত দেরী করছে—এই হলো তার সব চেয়ে বড় ভাবনা। সময় কাটতে লাগলো অতি ধীরে—আকাশের ওই মেঘগুলোর চেয়েও যেন ধীর গতিতে। আর যত সময় যেতে লাগলো চারদিকের নীরবতাও যেন ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগলো। ডকের দেওয়ালের দিক হ'তে হঠাৎ এক সময় ভেসে এলো অস্পষ্ট পদশব্দ—অদ্ভুত একটা মৃদু খস্‌খস্ আওয়াজ—তারপরই কার যেন ফিস্‌ফাস্ কথা। গাভ্রিলোর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এলো ভয়ে। হৃৎপিণ্ডটা তার গলার কাছে যেন আছ্‌ড়ে পড়লো।

"এই ঘুমুলে নাকি? ধরো খুব সাবধান!" চেলকাসের গম্ভীর মৃদু কণ্ঠস্বর জেগে উঠলো দেওয়ালের উপর।

ত্রিভুজাকার কি যেন একটা ভারী পদার্থ নেমে এলো দেওয়ালের উপর থেকে—গাভ্রিলো সেটা নামিয়ে রাখলো নৌকার উপরে। তার পরে এলো আরও একটা। তার পরই চেলকাসের দীর্ঘ

চেহারাখানা নেমে এলো দেওয়াল বেয়ে। কোথাকার কোন চোরা খুপরী থেকে যেন দাঁড় দু'খানাও বের হলো। গাভ্রিলো তার ব্যাগটা পেলো তার পায়ের কাছটাতেই। সেটাও ছিলো ওই দেয়ালের কোন খুপরীতেই যেন। চেলকাসই বের ক'রে দিলো। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে চেলকাস্ গিয়ে বসলো ডিঙির হাল ধ'রে।

গাভ্রিলো একবার চেয়ে দেখলো তার দিকে। মুখখানা ভরে উঠলো আনন্দ আর ভয় মেশানো হাসিতে।

"খুবই পরিশ্রম হয়েছে-না ?"—সে জিজ্ঞাসা করলো।

"তা হয়েছে বটে। কিন্তু সে সব থাক্"—চেলকাস্ বললে, "তুমি এখন দাঁড় টানোতো—যত জোরে পারো টেনে চলো। ওই বাক্স-দুটোয় ঠেস্ দিয়ে ব'সো জোর পাবে'খন। অনেক আয় করেছো বন্ধু! তোমাকে আমি খুসীই ক'রে দেবো। আর শুধু একটা জায়গা আমাদের পার হ'য়ে যেতে হবে। সেই জায়গাটাতেই যা ভয়। একেবারে শয়তানের আঙুলের ফাঁক গ'লে যেতে হবে কি না ? সেটা পার হয়ে গেলেই ব্যস্। তুমি তোমার টাকা পেয়ে যাবে। তাই নিয়ে তুমি চ'লে যাও গ্রামে তোমার 'মারফা'র কাছে। হ্যাঁ—বিয়ে করেছো নিশ্চয়ই—কি বলো!"

'না!' গাভ্রিলো অনেক কষ্টে উত্তর দিলো। তার হাত দুখানা স্প্রীংএর মতোই চলেছে দাঁড়টেনে। বুক খানা তার হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে পরিশ্রম আর উত্তেজনায়। তর্তর্ ক'রে তাদের নৌকা ব'য়ে চলেছে পিছনে রেখে একটা উজ্জ্বল নীলাভ ক্রম-প্রসরমান পথরেখা। গাভ্রিলোর সর্বাঙ্গ ভিজে গেল ঘামে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই তার। সে শুধু মরিয়া হয়ে দাঁড় টেনে চললো। একই রাতের মধ্যে পর পর দুবার এই মারাত্মক ভয়ের

মধ্যে কাটিয়ে সে হয়ে উঠেছে অস্থির তৃতীয় বারের ভাবী আতঙ্কের আশঙ্কায়। এখন তার মনে শুধু একটা কামনা—যেমন ক'রেই হোক যত তাড়াতাড়ি হয় তার এই অভিশপ্ত কাজ শেষ ক'রে ফেলে এই ভয়ানক লোকটার কাছ থেকে দূরে স'রে যাওয়া। এই লোকটা তাকে যে কোনও সময় খুনও ক'রে ফেলতে পারে কিম্বা জেলেও টেনে নিয়ে যেতে পারে। কোনও রকমে একবার তীরে পৌছুতে পারলেই সে ছুটে পালাবে যে দিকে পারে। এমন ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে আর এক মুহূর্তও সে কাটাবে না! মনে মনে ঠিক করলো গাভ্রিলো—যাই বলুক চেলকাস্, কোনও কথারই উত্তর দেবে না সে—কোনও কথার প্রতিবাদও করবে না। সে যা বলে, নির্বিচারে তাই-ই মেনে যাবে যতক্ষণ থাকতে হবে তার সঙ্গে। এক আকুল প্রার্থনা জমে উঠেছিলো তার মনের মধ্যে কিন্তু ভগবানকে ডাকতে সাহস হলোনা তার। শুধু একটা তীব্র দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে একবার ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে দেখলো চেলকাসের দিকে।

আর চেলকাস্ উড়বার মুহূর্তের শকুনির মতো সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে প'ড়ে কি যেন দেখছিলো তার সেই তীক্ষ্ণ নাকটা ঘুরিয়ে চারদিকে। অন্ধকারে হিংস্র-শ্বাপদের মতোই জ্বলছিলো তার চোখ দুটো। এক হাতে সে ধ'রে ছিলো নৌকার হাল—আর এক হাতে অবিরাম পাক দিয়ে চলেছিলো তার সেই শিকারী বিড়ালের মতো দীর্ঘ গোঁফ জোড়ায়। মুখে তার থেকে থেকে ঝলক দিয়ে উঠছিলো এক তীক্ষ্ণ বাঁকা হাসি। নিজের কৃতকার্যতায় চেলকাস্ খুব খুসী আজ নিজের উপরেই—আরও খুসী এই হতভাগা ছেলেটা—যে এর মধ্যে ভয়ে মরলেও তার ক্রীতদাসের মতোই হুকুম মেনে চলেছে—

তার উপর। একটা ছেলেকে যে সে নিজের দাস ক'রে ফেলেছে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই—নিজের এই ক্ষমতায় চেলকাস্ ভারী খুসী হয়ে উঠলো মনে। সে দেখতে লাগলো কি নিদারুণ পরিশ্রম ক'রে চলেছে ছেলেটা তার জন্য। মনে একটু দুঃখও হলো চেলকাসের এজন্য। তাকে ডেকে তাই দরদী ভাবেই জিজ্ঞাসা করলো এবার "এই—তোমার কি খুবই ভয় করছে ?"

"না—না"—গাভ্রিলো উত্তর দিলো যথাসম্ভব গলাটা ঠিক ক'রে নিয়ে।

"থাক্—তোমার আর দাঁড় টানবার দরকার নেই। এবার ছেড়ে দাও ;"—চেলকাস্ বললো—"আর মাত্র একটা জায়গাই আছে একটু ভয়ের। তুমি এবার একটু বিশ্রাম করো।"

একান্ত বাধ্যের মতোই গাভ্রিলো ছেড়ে দিলো দাঁড়টানা ক্ষণেকের জন্য। মুখের ঘামটা মুছে ফেললো জামার হাতা দিয়ে। তার পরই আবার জলে নামিয়ে দিলো দাঁড়।

'স্তাখো'! চেলকাস্ বললো—"এবার খুব আস্তে দাঁড় টানবে যেন জলের শব্দও না হয় একটু। আমাদের এবার গেটটাই পার হ'তে হবে। আস্তে—খুব আস্তে, এখানে ভারী কড়া পাহারা কিন্তু বন্ধু! একটু আওয়াজ পেয়েছে কি অমনি গুলি চালাবে তারা। তোমার কপালে এমন অব্যর্থ টিপ ক'রে গুলি ছুঁড়বে তারা—যে একটু আওয়াজ করবারও সময় পাবে না।"

এবার তাদের নৌকা এগিয়ে চললো একেবারে নিস্তব্ধভাবে কোনও শব্দ না তুলে, দাঁড়টানার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যায় না। দাঁড়ের থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ছে সমুদ্রে—ফস্‌ফরাসের মতো একটা নীলাভ দ্যুতি জেগে উঠছে মুহূর্তের জন্য সেখানটায়

রাত হয়ে এসেছে গভীর—আবহাওয়া হয়ে উঠেছে আরও উষ্ণ, চারদিক একেবারেই নীরব। এবার আকাশকে আর সমুদ্র ব'লে ভ্রম হয় না—মেঘে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে তাকে, কে যেন সমুদ্র আর আকাশের মাঝে টেনে দিয়েছে একখানা কালো মসৃণ আর ভারী পর্দা, সমুদ্রও যেন আরও শ্রান্ত হয়ে প'ড়ে শান্ত হয়েছে। শুধু ফেনায় ফেনায় জেগে উঠেছে একটা তীব্র লোনা গন্ধ।

"ঈস্! যদি একবার বৃষ্টি নামতো"—ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'লে উঠলো চেলকাস্। "তাহ'লে সেই বৃষ্টির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আমরা একেবারে নিশ্চিন্তেই চ'লে যেতে পারতাম।"

নৌকার ডাইনে বামে হঠাৎ যেন অন্ধকার ফুঁড়েই জেগে উঠলো জেটির শ্রেণী—উজ্জ্বল কালো আর স্থির। তারই একটার উপর যেন নড়াচড়া করছে একটা আলো—কে যেন একটা লণ্ঠন নিয়ে তার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করছে। জেটির গায়ে আঘাত করছে সমুদ্রের তরঙ্গ এসে—আর একটা ফাঁকা প্রতিধ্বনি জেগে উঠছে সারা জেটিটায়—সে প্রতিধ্বনি যেন সমুদ্রের অসন্তুষ্ট মনের বাঁধন না মানার মুখর প্রতিবাদ।

"কোস্‌ট্-গার্ডস্" !—চেলকাসের যেন গলা শুকিয়ে এলো। সে বললো অতি কষ্টে।

যখন থেকেই চেলকাস্ বলেছে আস্তে দাঁড় টানতে—তখন হ'তেই আবার গাভ্রিলোকে পেয়ে বসেছিলো সেই মারাত্মক ভয় এসে। তার মনে হ'তে লাগলো তার শরীরটা যেন ক্রমেই অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চলেছে। প্রত্যেকটি অস্থিতে, প্রত্যেকটি গ্রন্থিতে তার জেগে উঠলো দুঃসহ যন্ত্রণা। চিন্তায় মাথা ধ'রে উঠলো তার। সমস্ত পিঠখানা যেন ভেঙে যাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়। অন্ধকারের

দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুটি চোখ তার যেন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে—হাতে পায়ে—তার সর্বাঙ্গে কে বা কারা যেন ছুঁচ ফুটিয়ে রেখেছে অসংখ্য—মনে হলো তার। আর বিবশ মনের মধ্যে তার জেগে রয়েছে শুধু একটা ভয়—এই বুঝি কেউ সেই অন্ধকারের মধ্য হতে লাফিয়ে পড়ে তার উপর। এই বুঝি কেউ গম্ভীর ভাবে চীৎকার ক'রে ওঠে—"এই চোর—থামো।"

আর তাই যখন চেলকাস্ ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে 'কোস্‌ট্ —গার্ডস্!' গাভ্রিলোর সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠলো বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো। একটা অসহ্য চিন্তার দুর্বিসহ বিষ যেন বিষিয়ে তুললো তার মন—তার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীতে যেন এনে দিলো বিবশতা। সে অস্থির হয়ে উঠলো আরও। একবার সে ভাবলো—জোরে চীৎকার ক'রে ডেকে আনে লোকজন তার সাহায্যের জন্য। সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো জোর ক'রে দম নিয়ে বুকটা ভ'রে নিয়ে সে হাঁ করলো চীৎকার করার জন্যে কিন্তু পরমুহূর্তেই কে যেন তার পিঠের উপর সপাং করে এক ঘা চাবুক লাগিয়ে দিলে—এক দারুণ আতঙ্কে চোখ বুজে ব'সে পড়লো সে আবার তার নিজের জায়গায়।

দূরে দিক-চক্রবালে, তাদের নৌকার ঠিক সামনে যেন জেগে উঠলো সমুদ্রের মধ্য হ'তে, একখানা বিরাট, ভয়ঙ্কর নীলাভ তরবারি। রাত্রির কালো অন্ধকারের বুক চিরে কালি ঢালা সমুদ্রেব মধ্য হ'তে জেগে উঠে তীক্ষ্ণ এক প্রান্তে আকাশ ঢাকা কালো মেঘের দলকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে একটা তীব্র নীলাভ দ্যুতি যেন ছড়িয়ে দিয়েছে সে সমুদ্রের বুকে। আর তার সেই তীব্র আলোয় মূর্ত হয়ে জেগে উঠলো যেন অদেখা জাহাজের রাশি। কবেকার কোন বিস্মৃত দিনের ঝড়ে ডুবে যাওয়া

জাহাজগুলো উঠে এলো যেন তারই ইঙ্গিতে সমুদ্রের তলা থেকে সাথে নিয়ে সেই সব সামুদ্রিক আগাছার রাশি—যারা বাসা বেঁধেছিলো নিশ্চিন্তে ওদের ডুবো মাস্তুলে মাস্তুলে।

বারে বারে নানাদিক ঘুরে ঘুরে সেই ভীষণ তরবারিখানা যেন ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিতে লাগলো জমাট অন্ধকারের বুক—আর প্রত্যেক বারই তার তীব্র দ্যুতিতে জেগে উঠতে লাগলো নতুন ক'রে অদেখা সব কালো আর ভয়ঙ্কর জাহাজের রাশি।

চেলকাসের নৌকাখানা হঠাৎ থেমে গিয়ে দুলতে লাগলো মাঝ পথে। গাভ্রিলো দাঁড় ছেড়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে নৌকার খোলের মধ্যে ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে। চেলকাস্ অস্থির হয়ে উঠলো। একখানা দাঁড় তুলে আস্তে একটা খোঁচা দিয়ে গাভ্রিলোকে সে চাপা গলায় তর্জন ক'রে উঠলো—

"এই গেঁয়ো জানোয়ার—ওঠো! হলোকি তোমার! ওতো একখানা কাষ্টম্‌স্ ক্রুজার—আর আলোটা ওরই ইলেকট্রিক লাইট। এক্ষুণি হয়তো ওই আলো ঘুরিয়ে ফেলবে আমাদের উপরে। নাঃ, তুমিই দেখছি ডোবাবে আমায়। নিজেতো মরবেই—আমাকেও মারবে।—ওঠো শীগ্গির।—"

কিন্তু গাভ্রিলো উঠলো না। একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলো চেলকাস্। তাড়াতাড়ি দাঁড়খানা তুলে সে বেশ একটু জোরেই একটা ঘা বসিয়ে দিলে গাভ্রিলোর মাথায়। এবার লাফিয়ে উঠলো গাভ্রিলো। চোখ বুঁজেই সে ব'সে পড়লো নিজের জায়গায়। আর তারপরই তার দুখানা দাঁড়ের আঘাতে জল অস্থির হয়ে উঠলো। যন্ত্রের মতোই সে বেয়ে চললো—কিন্তু তার হাত দুখানা, তার সর্বাঙ্গ তখনও কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ ক'রে।

আবার গর্জন ক'রে উঠলো চেলকাস্—"এই—আস্তে—। কতবার তোমায় বলেছি যে—মোটে শব্দ কোরো না। খুব আস্তে দাঁড় টানো। আহাম্মুক কোথাকার—এত ভয়টা তোমার হলো কিসে? একটা আলো আর একখানা মোটা কাচ—এইতো জিনিষটা। আঃ আরও আস্তে! তুমি একটা আস্ত গাধা। কাচখানাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তারা দেখছে শুধু আলো ফেলে কোথায় তোমার আমার মতো লোক চলেছে আরও। রাতের শিকারীকে ধরতেই শুধু ওদের এই ব্যবস্থা—বুঝলে? কিন্তু তোমার তাতে ভয়টা কি? তারা তো আমাদের চেয়ে অনেক দূরে, মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো কেন—আমাদের ওরা ধরতে পারবে না—শুধু ওরা কেন—চেলকাসকে কেউই ধরতে পারবে না। এখন আমরা—" হঠাৎ বক্তৃতা থেমে গেলো চেলকাসের, বিজয় গর্বে একবার চারিদিকে তাকিয়ে সে ব'লে উঠলো উল্লাসে—"ব্যস্—! আবার কি! পার হয়ে এসেছি। আর ভয় কি—ফুঃ! তোমার বরাতটা খুবই ভালো বন্ধু—জোর বরাত তোমার!—"

গাব্রিলোর দিক হ'তে কিন্তু কোনোই সাড়া এলো না। চুপ ক'রে সে শুধু দাঁড় টেনে চললো। আর হাঁপাতে হাঁপাতেও চেয়ে রইলো এক দৃষ্টিতে—যেখানে তখনও সেই তীব্র আলোর চলেছে ওঠাপড়া। চেলকাসের কথায় সে মোটেও বিশ্বাস করতে পারলোনা—যে ও আলো শুধু মাত্র একখানা মোটা কাচ আর একটা বিজলী বাতি। ওই ঈষৎ নীলাভ তীব্র আলো—যা অন্ধকারকে দুখানা ক'রে দিয়ে সমুদ্রকে এমনি ক'রে আলো ক'রে তুলতে পারে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে অমানুষী—গাব্রিলোর মনে হলো। একটা ঐন্দ্রজালিক মায়ায় আর অদ্ভুত ভয়ে যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে

গেল সে। বুকের মধ্যে তার ব্যথার মতো বাজতে লাগলো একটা অলৌকিক আশঙ্কা। কিন্তু তবু যন্ত্রচালিতের মতোই সে দাঁড় টেনে চললো অভিভূত হয়ে। নিষ্প্রভ তার দৃষ্টি—আর শীর্ণ বিশুষ্ক তার মুখ। জীবনেরও কোনও লক্ষণ নেই তার মধ্যে আর। কোনও চিন্তা নেই—কোনও কামনা নেই তার। সে যেন একটা ফাঁপা মানুষ, সামনের জমাট অন্ধকারের মতোই তারও মধ্যে সব কিছু শূন্য আর অন্ধকার। এই অভিশপ্ত রাতের বিভীষিকা শেষ পর্যন্ত নিঃশেষে শুষে নিয়েছে তার মধ্যে যা কিছু ছিলো মানুষী।

কিন্তু চেলকাস্ মেতে উঠলো উল্লাসে। তার সমস্ত দুর্ভাবনার অবশেষে হয়েছে শান্তি। পরিপূর্ণ সাফল্যের আনন্দে অস্থির হয়ে সে শিষ দিয়ে উঠলো জোরে। সব রকমের ঝড়-ঝাপ্‌টায় অভ্যস্ত তার স্নায়ুগুলো এবার হয়ে এলো স্বাভাবিক। তীক্ষ্ণাগ্র গোঁফ জোড়া তার আবার উঠলো খাড়া হয়ে—আর চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো এক অদ্ভুত দীপ্তিতে। সমুদ্রের নোনা বাতাস বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিয়ে একবার সে চেয়ে দেখলো নিজের চারদিকে সগর্বে। তারপর গাভ্রিলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে থাকলো শান্তভাবে।

বাতাসের দোলা লেগে সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে জেগেছে ছুটোছুটি খেলা। আকাশঢাকা মেঘের দল হয়ে এসেছে সুন্দর শান্ত আর স্বচ্ছ। কিন্তু সারা আকাশখানা তারা ঢেকে রয়েছে তেমনি-ক'রেই। হাল্কা বাতাস ঠিক তেমনি ভাবেই ব'য়ে চলেছে সমুদ্রের উপর দিয়ে—কিন্তু মেঘের রাশি হয়ে পড়েছে অচল আর নির্বিকার। নীচের সুন্দর সমুদ্রের দিকে চেয়ে তারা যেন বিভোর হয়ে গেছে স্বপ্নমাখা তন্দ্রায়।

চেলকাস্ এবার বললে ধীরভাবে—"একটু জোরে টানো বন্ধু। রাত হয়েছে অনেক। তোমার হলো কি বলোতো। দেখে মনে হয় যেন তোমার ভিতরে কিছু নেই—না প্রাণ—না কিছু—শুধু একটা মাংসের পুঁটুলী প'ড়ে আছে তোমার জায়গায়।—কই—সাড়া দাও—আর ভয় নেই বন্ধু—। বিপদ সব কেটে গেছে, শুনছো?"

চেলকাসের সঙ্গ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর গাভ্রিলোর কাছে—কিন্তু তবু তারই কণ্ঠস্বর শুনে সে যেন আশ্বস্ত হলো অনেকখানি। মানুষের সাড়া পেলো সে যেন কত যুগ-যুগান্তর পরে। ধীরে ধীরে সে বললে এবার—"হ্যাঁ—শুনছি—বলো"।

"তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে—না?"—জিজ্ঞাসা করলো চেলকাস্। "তবে তুমি এদিকে এসে হালটা ধরো। আমি দাঁড় টানছি এবার।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতোই গাভ্রিলো উঠে এলো নিজের জায়গা ছেড়ে। চেলকাস্ একবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো তার দিকে। তার সর্বাঙ্গ তখনও কাঁপছে ভয়ে। মুখ তার শুকিয়ে গেছে একেবারে। চেলকাসের ভারী মায়া হলো হতভাগা ছেলেটার উপর। আস্তে আস্তে সে পিঠটা চাপড়ে দিলো তার।—

"ভয় পেয়োনা—ভয় কিসের আর। মেলা টাকা আয় করেছো তুমি আজ। তোমাকে আমি খুসী ক'রে দেবো। বুঝলে বন্ধু! আচ্ছা—তোমাকে যদি আমি পঁচিশ রুবল দেই—তা'হলে—আর তোমার কোনোও আপত্তি থাকবে না তো। বলো?—"

"না—না! "গাভ্রিলো যেন টেনে টেনে ব'লে উঠলো জোর ক'রে—"আমি চাই না কিছু—তোমার কাছ হ'তে। এক পেনিও

চাই না আমি। আমাকে শুধু তুমি তীরে নামিয়ে দাও।—আমায় শুধু নামিয়ে দাও এবার!”

চেলকাসের মুখখানা আবার কঠিন হয়ে উঠলো। একখানা হাত নেড়ে গাভ্রিলোর দিকে চেয়ে একবার সে শুধু বললে—থুঃ! তারপর দীর্ঘ সবল দুখানা হাতে দুটি দাঁড় ধ'রে টান মারলে জোরে। এক ঝট্‌কা দিয়ে নৌকা ছুটে চললো তীরের মতো। গাভ্রিলোর দিকে চেয়ে চেলকাসের মুখে ফুটে উঠলো আবার তার সেই চিরাভ্যস্ত তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো হাসি।

সমুদ্র যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে—মেতে ওঠে ঢেউয়ের খেলায়। সাদা ফেনার মুকুট প'রে ঢেউগুলো সব ছুটোছুটি করতে থাকে তার সাথে খেলায়। কোনোটা বা ছুটে গিয়ে মিশে যায় আর একটার সাথে—কোনোটা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে। কোথাও বা জেগে ওঠে একটা ক্ষীণ আবর্ত—আবার কোথাও ঢেউগুলো মিলে-মিশে একাকার হয়ে গ'ড়ে তোলে ছোট্ট একটা জলস্তম্ভ। সমুদ্রের বুক হ'তে ভেসে আসে তার চাপা নিশ্বাসের মতো শব্দ, আর চারদিকের সব কিছু মিলে যেন জাগিয়ে তোলে কোনো ভুলে যাওয়া গানের শেষ রেশের মতো মোহ।··· চারদিকের জমাট অন্ধকারও যেন আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

চেলকাস্ হঠাৎ ব'লে ওঠে—আচ্ছা বলোতো—তুমিতো এবার তোমার গাঁয়েই ফিরে যাবে, বিয়েও নিশ্চয়ই করবে গিয়ে, আর তারপর তুমি কাজ করবে সারাদিন ক্ষেতে—লাঙল চষবে, ফসল

বুনবে—আর তোমার স্ত্রী—গুছিয়ে রাখবে তোমার ঘর সংসার—মানুষ করবে ছেলেপিলেগুলো। তোমাদের খাবার হয়তো কখনই জুটবেনা পর্যাপ্ত।—তবু সেই একই ভাবে তুমি কাটিয়ে যাবে তোমার জীবন। একি এতোই ভালো? এই জীবন কি এতোই মধুর।

"মধুর"।—গাভ্রিলো উত্তর দিলো ভয়ে ভয়ে—"মধুর নিশ্চয়"।

একটা দমকা হাওয়া এসে আকাশ ঢাকা মেঘের রাশি ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়ে যায় হঠাৎ। নীল আকাশ আর দু'একটি তারা ধরা দেয় চোখে। তারার আলোর প্রতিচ্ছবি কাঁপতে থাকে জলে, ঢেউয়ের তালে কখনও মিলিয়ে যায়—কখনও আবার ভেসে ওঠে।—

"একটু ডাইনে ঘোরাও এবার"।—চেলকাস্ বললে—"এবার আমরা এসে পড়েছি প্রায় আমাদের জায়গায়। আর কোনও ভয় নেই। ব্যস্ ব্যস্, ঠিক হয়েছে। এবার সোজা চালাও,—ছ্যাখো—শুধু একটা রাতের একটু পরিশ্রমে আমি কত আয় করলাম, অন্ততঃ পাঁচশো রুবল তো হবেই। কেমন মজার কাজ বলোতো!—"

"পাঁচ-শো"—গাভ্রিলো যেন চম্‌কে ওঠে। পায়ে ক'রে সেই কাঠের পেটি ছুটো ছুঁয়েই শিউরে ওঠে সে একবার,—কিন্তু তবু জিজ্ঞাসাও না ক'রে পারে না, "কি আছে ওতে এতো দামী!"

"কি আছে ওতে!"—চেলকাস্ হেসে ওঠে।—"ওতে আছে খুব দামী সিল্ক। আজকাল ওর ভারী দাম। ঠিক দামে বিক্রী করলে ওতে হাজার রুবল পর্যন্ত পাওয়া যায়। তবে আমি খুব সস্তাতেই বেচি কিনা!—কি চমৎকার লাভের ব্যবসা দেখেছো!"

"বলোকি ?" ঢোক গিলে গিলে গাভ্রিলো বলে,—"এ টাকাগুলো যদি আমার হ'তো ! উঃ"—একটা নিশ্বাস পড়ে তার জোরে। মনে প'ড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রামের কথা, তার ছোট্ট জমিখানির কথা, তার মায়ের ছবিখানা ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে, তার অভাব, তার অনাটন, তার দারিদ্র্য—যার জন্য সে বেরিয়েছে ঘর ছেড়ে চাকুরীর খোঁজে, যার জন্যেই আজের রাতের এই দারুণ বিভীষিকা বারে বারে এসে তাকে ক'রে তুলেছে আতঙ্কিত, সব যেন এসে জড়ো হয় তার মনের মাঝে। মনের কোনো বন্ধ দ্বার খুলে যেন ভিড় ক'রে বেরিয়ে আসে বিগত দিনের যত সুখ দুঃখের স্মৃতি। তারই গ্রামের ছোট্ট নদীটির মতোই তারা মানে না কোনও বাধা—আর তারই বাড়ীর পাশের উইলো আর দেবদারুর ঘন জঙ্গলের মতোই সব ভাবনা চিন্তা তার, মনের মাঝে এসে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর একটা নিশ্বাস পড়ে তার জোরে, স্মৃতির মোহে সে যেন হয়ে পড়ে আপনহারা। সে ব'লে ওঠে—"কি চমৎকারই না হ'তো তা'হলে।"

"সত্যি !"—চেলকাস্ এবার জবাব দেয়।—"তুমি তা'হলে এখান থেকে সোজা একেবারে রেলে ক'রেই বাড়ী যেতে পারতে। তারপর—তোমার গ্রামের অনেক মেয়েই তোমাকে ভালো বাসতো।—তার মধ্যে যাকে তোমার খুসী তাকেই তুমি বিয়ে করতে পারতে। নিজের জন্যে একখানা সুন্দর নতুন ঘরও তুমি তুলতে পারতে—নাঃ, নতুন ক'রে ঘর তোলা হয়তো ঠিক হয়ে উঠতো না এ টাকায়। কি বলো।"

"তা—ঠিক। নতুন ঘর ওতে ঠিক হ'তো না।" গাভ্রিলো

বললে—"আর বিশেষ ক'রে আমাদের ওখানে তো কাঠের দাম একেবারে আগুন।"

"যাই হোক—পুরোনো ঘরখানাই সারিয়ে তো নিতে পারতে তুমি ভালো ক'রে! তার পর একটা ঘোড়া—হাঁ—তোমার ঘোড়া আছে বাড়ীতে!"

"ঘোড়া! হাঁ একটা আছে বটে! তবে একেবারেই বুড়ো—কোনও কাজ হয় না তাকে দিয়ে।"

"তবে ছাখো।—একটা বেশ ভালো ঘোড়াই কিনতে পারতে তুমি! তারপর—গোটাকয় গরু, ভেড়া, এই সব! এসবও হ'তো—নয় কি!"

"থাক্—গে! ওসব কথা ছেড়ে দাও।" গাভ্রিলো যেন অস্বস্তির সঙ্গে ব'লে ওঠে। "যদি ওসব সত্যি হ'তো—ওঃ ভগবান!"

"হবে বন্ধু—হবে! চেলকাস্ তাকে সান্ত্বনা দেয়। আমি বলছি তোমার সবই হবে। আমি জানি! আর এই কৃষকজীবন—এও যে আমার পরিচিত। একদিন আমারও একখানা ঘর ছিলো কোনও গ্রামে। আমার বাবা ছিলেন গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক। তুমি তো এসব জানো না!"

আস্তে আস্তে দাঁড় টেনে চলে চেলকাস্। নৌকাখানা তাদের ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলে অতি ধীরে ধীরে, পাশে পাশে তার ঢেউগুলো ছুটে এসে আঘাত করতে থাকে ছলছল ক'রে। আর সামনে অন্ধকার সমুদ্র যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মৌন হাসিতে। এই উজ্জ্বল আর অন্ধকার সমুদ্রের বুকে তারা দুটি মানুষ শুধু। মৃদু ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে তারা যেন বিভোর হয়ে ওঠে স্বপ্নের মতো মোহে। মুগ্ধ চোখে

চারদিকে তাকিয়ে দেখে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে। চেলকাস্ গাভ্রিলোর মনকে ফিরিয়ে দিয়েছে গ্রামের দিকে—তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—তাকে উৎসাহ দিয়েছে গ্রামে ফিরে যেতে। প্রথমটায় সে স্বুরু করেছিলো একটা বোকা ছেলের সঙ্গে একটু শুধু ঠাট্টার উদ্দেশ্য নিয়ে—আর তাই তার প্রত্যেকটি কথার সাথে সাথে তার ঠোঁটের কোণায় জেগে উঠছিলো ইস্পাতের মতো হাসি। কিন্তু কথার স্রোতের মাঝে কখন যে তার মনে এসেছে ভাবান্তর সে টেরও পায়নি। তার মনে প'ড়ে গেল গ্রামের কথা। বিস্মৃত দিনের এক তৃপ্তির স্মৃতিতে তার সর্বাঙ্গ হয়ে উঠলো রোমাঞ্চিত। গ্রামের যে সুখ সে পেয়েছিলো তার কিশোর জীবনে—তারপর একদিন সে যা হারিয়েছে—সেই স্মৃতি তাকে যেন আজ পেয়ে বসলো নেশার মতো। এই গ্রাম্য ছেলেটাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা হলো না তার, শুধু বিভোরের মতো সে নিজেই ব'লে গেল গ্রামের কৃষকজীবনের যত সুখ—যত তৃপ্তির কথা।

"কৃষকজীবনের সবচেয়ে বড় কথা বন্ধু—এর স্বাধীনতা। তুমি নিজেই তোমার নিজের প্রভু। কারো চোখ রাঙানোর ভয় নেই—নেই কারুর হুকুম মানবার তাড়া, তোমার নিজের রয়েছে একখানা ঘর। হোক না সে যতই তুচ্ছ—তবু সে তোমার নিজের। তোমার রয়েছে—একটু জমি—সে যতটুকুই হোক, তাতে তোমার নিজস্ব অধিকার। গোয়ালে রইলো গরু—তোমার গাছে রইলো ফল। সবই তোমার নিজের। সেখানে তুমি রাজা।—তারপর কাজের কথা। তাও ত্মাখো—ভোর বেলা উঠলেতুমি, যতক্ষণ তোমার খুসী তুমি কাজ করলে তোমার ক্ষেতে! তারপর নিলে বিশ্রাম; যতটুকু কাজ তুমি করলে তার ফল পাবে শুধু তুমিই। ঋতুতে

ঋতুতে নতুন চাষের আয়োজন! নতুন উদ্দীপনা—নতুন উৎসাহ। —আর সবচেয়ে বড় কথা—তোমার রইলো একখানা নিজের ঘর। যেখানেই তুমি যাও—তোমায় ফিরে যেতে হবে সেই ঘরে। তোমার সব ক্লান্তির শান্তি, সব দুঃখের বিরাম পাবে সেইখানে। সে তোমার স্বর্গ—সত্যি নয় কি—বলো!—"গ্রামের জীবনযাত্রার সুখের ছবিতে মেতে উঠলো চেলকাস্—সে ভুলে গেল সে কোথায়—সে কে?

গাভ্রিলো অবাক হয়ে তাকালো চেলকাসের দিকে। তাকেও পেয়ে বসেছে নেশায়। এই কথাবার্তার মাঝখানে সে ভুলে গেল কার সঙ্গে সে রয়েছে—কার সঙ্গে কথা বলছে। তার এই হতভাগ্য সঙ্গীটির মধ্যে সে দেখতে পেলো তারই মতো একজন কৃষককে—বংশপরম্পরায় মাটির নেশা রয়েছে যার রক্তের সাথে মিশে, কৈশোরের স্মৃতিতে যে রয়েছে মাটির মায়ায় বাঁধা।—তার সঙ্গীর মধ্যে সে দেখতে পেলো এক হতভাগ্যকে—যে জোর ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে মাটির মায়ার বাঁধন—আর তাই আজও যে জ্বলছে এক অনির্বাণ আগুনে নিশিদিন।

গাভ্রিলো ব'লে উঠলো—"সত্যি—একেবারে সত্যিকথা—ভাই। —নিজের দিকে তুমি চেয়ে ছাখো একবার—কি হয়েছো সেই মাটির স্বর্গ স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসে।—মাটি—সে যে মায়েরই মতো—যতদিনই তাকে ছেড়ে থাকোনা কেন—তাকে তুমি কিছুতেই ভুলতে পারবে না।"

হঠাৎ যেন চেলকাস এক ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলো স্বপ্ন থেকে, তার সমস্ত বুকখানা জ্বালা করতে লাগলো। সবচেয়ে বড় অহঙ্কার তার—দুঃসাহসিকতার অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারে কোনও ঘা লাগা সে

সহ্য করতে পারে না মোটেও। আর সেই আঘাত যদি এমন কারো কাছ থেকে আসে, যার কোনই মূল্য নেই তার চোখে, তা'হলে ঠিক এমনি ভাবেই জ্ব'লে ওঠে বুকখানা তার।—

"আবার সুরু করেছে শয়তানটা!" চেলকাসের কথার সুরে যেন বিষ ঝ'রে পড়লো!—"তুমি কি মনে করছো—তোমাকে যা বললাম এতক্ষণ সবই আমার নিজের মনের কথা?—ভুলেও তা ভেবোনা যেন বন্ধু!" গাভ্রিলো একেবারে ভয় পেয়ে গেল তার এই হঠাৎ ভাবান্তর দেখে। কিন্তু তবু সে বললে—"আচ্ছা—অদ্ভুত লোকতো তুমি!—আমি কি শুধু তোমাকেই বলেছি!—তোমার মতো আর কি কোনও লোক নেই! অনেক আছে—হাজার হাজার হতভাগ্য লোক আছে তোমার মতো—সারা পৃথিবীতে—ঘরছাড়া—!"

"নাও—এদিকে এসে দাঁড় টানো!"—চেলকাসের সংক্ষিপ্ত এই গম্ভীর আদেশে চারিদিকের সব কিছুই যেন চম্‌কে ওঠে।—কিন্তু শত চেষ্টাতেও—চেলকাস্ ঠিক কঠিন হ'তে পারে না। মেলা কঠিন গালাগাল তার গলায় এসে আট্‌কে যায়। কোনও রকমেই চেলকাস্ সে কথাগুলো বলতে পারে না।—

গুঁড়ি মেরে চেলকাস্ এগিয়ে গেল নৌকার হালের দিকে। তার মনে এক দুর্দম ইচ্ছা জাগলো এক ধাক্কা দিয়ে এই গ্রাম্য ছেলেটাকে ফেলে দেয় সমুদ্রে—বুঝিয়ে দেয় যে—চেলকাস কি! কিন্তু তাকে ধাক্কা দেওয়া দূরের কথা—কিছুতেই সে তার মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাতে পারলো না।

আর কোনও কথা হলো না তাদের মধ্যে। কিন্তু গাভ্রিলোর এই নীরবতা যেন চেলকাসকে আরও নিবিড় ক'রে মনে করিয়ে দিলো

গ্রামের কথা। অতীতের সমস্ত স্মৃতি যেন ভিড় ক'রে দাঁড়ালো এসে তার মনের মাঝে। সে ভুলে গেল নৌকার হাল পর্যন্ত ঠিক রাখতে। স্রোতের মুখে নির্দেশহীন নৌকা তাদের ভেসে চললো এক দিকে! ঢেউগুলোও যেন বুঝলো নৌকাখানির এই পথ হারানোর কথা—তারাও একে নিয়ে খেলায় মেতে উঠলো। দোলার পর দোলা দিয়ে তারা তাকে ক'রে তুললো বিপর্যস্ত—দাঁড়ের তলায় লাফিয়ে প'ড়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলো নীলাভ হাসি।

চেলকাসের চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে লাগলো ছবির পর ছবি। তার মনে পড়লো তার অতীতের সমস্ত ছোটখাটো কথা পর্যন্ত। সুদীর্ঘ এগারো বছরের হতভাগ্য বিপথগামী জীবন আজকের দিনের সঙ্গে তার সেই হারানো দিনকে ক'রে রেখেছে বিচ্ছিন্ন—তবু সে সব কথা মনে হ'তে লাগলো তার যেন সেদিনের ঘটনা। মনে পড়লো তার নিজের শৈশবের কথা।—তার গ্রামের কথা। তার মায়ের ছবিখানা যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো তার চোখের সামনে—ঠিক সেদিনেরই মতো।—তুটি চোখে তার যেন কত স্নেহ কত মায়া। তার বাবা—সুদীর্ঘ বিরাট চেহারা—অথচ শিশুর মতোই সরল।—তার স্ত্রী—আনিফিসা—সুন্দরী—তরুণী—কালো তুটি চোখে কি মধুর দৃষ্টি।—সবই যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো তার চোখের সামনে। মনে পড়লো তার সেনা-বাহিনীতে যোগদানের দিনের কথা। কি আনন্দ—কি উল্লাস সেদিন তার।—মনে পড়লো—সৈন্যশিবিরে শিক্ষালাভের কথা।—বন্ধুদের সাথে সেই নিবিড় সৌহার্দ্যের কথা।—মনে পড়লো যেদিন সে ফিরে এল গ্রামে শিক্ষালাভ শেষ

ক'রে—কি আনন্দ কি গর্ব তার বৃদ্ধ বাবার—তাকে—তাঁর প্রিয় গ্রিগরীকে দেখে।—গ্রামের বৃদ্ধদের মজলিসে তাকে নিয়ে তার বাবার সে কী সগর্ব আলোচনা!—সমস্ত কথাই আজ মনে পড়তে লাগলো চেলকাসের ফিরে ফিরে।—

শান্তিহারা জীবনে স্মৃতি এনে দেয় একটা স্নিগ্ধ প্রলেপের মতো শান্তি। অতীতের বিষাক্ত মুহূর্তগুলো পর্যন্ত—মধুময় হয়ে ওঠে তার স্পর্শে—আর তাই মানুষ চিরকাল বন্দী হয়ে থাকে ভুলের মাঝেই, জীবনের ভুল সংশোধনের চেষ্টা আসেনা তার। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা আকাঙ্খা হতে ছিনিয়ে নিয়ে স্মৃতি তার শুধু অতীতকেই ভালবাসতে শেখায়।

হারানো দিনের সেই ঘরের মায়া আজ যেন চেলকাসকে ছেয়ে ফেললো একেবারে নেশার মতো মোহে। তার কানে এসে বাজতে লাগলো—তার মায়ের সেই ঘুম পাড়ানি গান—তার বাবার সেদিনের শত আদরের কথা।—বাতাস বেয়ে যেন ভেসে এলো সুদূর গ্রামের মাটির গন্ধ। নতুন চষা ক্ষেতের নতুন বোনা সোনার ফসলের মৃদু সৌরভ তাকে যেন আজ মাতিয়ে তুললো নতুন ক'রে। হঠাৎ চেলকাসের সমস্ত বুকখানা যেন এক নিবিড় শূন্যতায় হা-হা ক'রে উঠলো। নিজেকে তার মনে হ'তে লাগলো বড় একা—বড় অসহায়। বংশানুক্রমিক যে মাটির নেশা তার রক্তের সাথে মিশে রয়েছে আজও, সেই মাটিকে ছেড়ে দূরে চ'লে আসার ব্যথা—আজ যেন তাকে একেবারে আনমনা ক'রে তুললো—তার সবকিছু শূন্যতায় ভ'রে দিলো।

হঠাৎ গাভ্রিলো জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলো খাপছাড়া ভাবে—"এই—কোথায় চলেছি আমরা?"

চেলকাস্ চমকে উঠলো। শিকারী বাজ পাখীর মতো সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখলো চারিদিকে।—

"জাহান্নামে!"—সে ব'লে উঠলো—"একটু জোর ক'রে দাঁড় টানো এবার। আমরা একেবারে সোজা আমাদের জায়গাতেই উঠবো'খন গিয়ে।"

গাভ্রিলোর সমস্ত মুখখানা ভ'রে উঠলো হাসিতে।—"তুমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?" সে শুধু বললে।

চেলকাস্ তাকালো গাভ্রিলোর দিকে। ছেলেটা এরই মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে বেশ। তার সমস্ত ভয়ই যেন কেটে গেছে। সে হয়ে উঠেছে উৎফুল্ল আর একটু যেন গর্বিতও। একেবারেই অল্পবয়েস তার—সমস্ত জীবনটাই তো তার সামনে প'ড়ে—অথচ সে কিছুই বোঝেনা জীবনের।—এটা ভারী খারাপ—চেলকাস্ মনে মনেই বললে—হয়তো বা মাটিই একে বন্দী ক'রে রাখবে চিরকাল তারই কোলে।—কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চেলকাসের বুকটা একটা মোচড় দিয়ে উঠলো আবার।—গাভ্রিলোকে লক্ষ্য ক'রে সে বললে একান্ত অসহায় স্বরে।—

"আমি বড় ক্লান্ত—আর—নৌকাটাও আজ বড় বেশী দুলছে না!"

"তা ঠিক! সত্যি বড় বেশী দোল খাচ্ছে নৌকাটা।—কিন্তু—আমি ভাবছি কি জানো—এই দুটো নিয়ে আবার আমরা ধরা প'ড়ে যাবোনাতো!" পায়ে ক'রে গাভ্রিলো দেখিয়ে দিলে সেই কাঠের পেটি দুটো!—

"না—সে ভয় নেই তোমার। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি

একেবারে এটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে—টাকাটা নিয়ে তারপর ফিরবো।—"

"পাঁচশো রুবলই তো।"—গাভ্রিলোর চোখদুটো চকচক্ করতে থ কে।

"কমতো কিছুতেই নয়।—"চেলকাস্ জবাব দিলো।—

"ওঃ মেলা টাকা পাবে!—আমি ভাবছি—অতগুলো টাকা যদি আমার হতো—কি চমৎকারই না হতো তাহ'লে।" গাভ্রিলো বললে—"আমি অনেক কিছুই করতে পারতাম—ও টাকাগুলো দিয়ে!—"

"কোথায়!—তোমার গ্রামে!—"

"নিশ্চয়ই!—আর তা'হলে আমি কোন দুঃখেই বা গ্রাম ছেড়ে যেতাম?"

অলস কল্পনায় গড়া নানা ছবি ভেসে উঠলো গাভ্রিলোর চোখের সামনে। আর চেলকাসের বুকখানা যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগলো অসহ্য ব্যথায়। পাথরের মূর্তির মতোই চেলকাস্ ব'সে রইলো স্থির। জলের ঝাপটায় জামাটা তার ভিজে যেতে লাগলো—কিন্তু তার সে দিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। তার চোখের সেই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি ম্লান হয়ে নিভে এসেছে। মরুচারী শকুনির রুক্ষতা মাখা দেহে তার ঘনিয়ে এসেছে অবসাদ। তার ময়লা জামাটার খাঁজে খাঁজে পর্যন্ত যেন জেগে উঠেছে বহুদিনের পুঞ্জিভূত বেদনা আর ক্লান্তির এক সুস্পষ্ট ছায়া।—

হঠাৎ গাভ্রিলো ব'লে উঠলো—"উঃ আমি যে হাঁপিয়ে গেলাম একেবারে। আর পারছিনা।"—

"এসে তো পড়েছি ভাই—ওই ছাখো সামনের দিকে চেয়ে।—" চেলকাস্ বললে।

অদূরে জলের মধ্য হ'তে যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একটা কালো পাহাড়, চেলকাস্ সেই দিকেই ঘুরিয়ে নিলে নৌকার মুখ।

অনেকক্ষণ ধ'রেই মেঘের পরে মেঘ জ'মে উঠছিলো আকাশ জুড়ে, এবার এলো বৃষ্টি।—ঝির্ ঝির্ ক'রে বৃষ্টি নেমে সমুদ্রকে আবার আর এক নতুন খেলায় তুললো মাতিয়ে।—

"ব্যস্! এবার দাঁড় তুলে ফ্যালো" !—চেলকাস্ বললে।—আর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নৌকাখানা একটা জাহাজের খোলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কেঁপে উঠলো থর থর ক'রে।—

চেলকাস্ নৌকার একটা আক্শি দিয়ে ধ'রে ফেললো জাহাজের কোন এক দড়ি যেন, সেই অন্ধকারের মধ্যেই।—তারপর নিজের মনেই তর্জন ক'রে উঠলো—শয়তানগুলো ঘুমোলো নাকি এরই মধ্যে! মইটাও দেখছি নামিয়ে রাখেনি! কোথাকার জানোয়ার সব!—আর এই বৃষ্টিও যেন আর সময় পেলোনা—এতক্ষণে নামলো এবার!" বিরক্তিতে ভ'রে উঠলো তার মুখখানা। সে চীৎকার ক'রে উঠলো—উপরের দিকে চেয়ে —"ওহে আহাম্মুকের দল—ওঠো ওঠো!"

"কে! চেলকাস্!"—জাহাজের উপর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করলো শান্ত স্বরে।—

"শীগ্গির মই নামিয়ে দাও!"—চেলকাস্ জবাব দিলে!—

"কে! কালিমেরা চেলকাস্?" আবার প্রশ্ন হলো উপর থেকে। চেলকাস্ অধৈর্য হয়ে উঠলো।—"মইটা নামিয়ে দাও শীগ্গির—শয়তান কোথাকার!"

একটা দড়ির মই নেমে এল উপর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই। আর

ভেসে এলো কার যেন মহান কণ্ঠস্বর—আজ যে দেখছি মেজাজ ভারী চড়া—ব্যাপার কি ?

চেলকাস্ যেন শুনতেই পেলোনা সে কথা। গাভ্রিলোর দিকে ফিরে সে বললে—"এসো গাভ্রিলো, এই মই বেয়ে উপরে উঠে এসো।"

তারা উঠে এলো ডেকের উপরে। তিনজন লোক সেইখান থেকে উঁকিমেরে দেখছিল চেলকাসের নৌকাখানার দিকে—আর নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল ভিন্‌দেশীয় ভাষায়। গাভ্রিলো একবর্ণও বুঝতে পারলোনা তার। আলখাল্লা পরা একটা লোক একটা কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো চেলকাসের সাড়া পেয়ে। কোনও কথা না ব'লে শুধু চেলকাসের হাতটা টেনে নিলো বন্ধুর মতোই আগ্রহে কিন্তু হঠাৎ গাভ্রিলোর দিকে নজর পড়তেই সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো।—

চেলকাস্ কিন্তু ভ্রুক্ষেপও করলে না তার এই ভাবান্তরে। গম্ভীরভাবে সে শুধু বললে—"আমি এখন ঘুমুতে চললাম। কাল সকালেই আমার টাকা চাই—মনে থাকে যেন !"—তারপর গাভ্রিলোর দিকে ফিরে বললে—"গাভ্রিলো ! কিছু খাবে এখন !"

"না। অমার ভারী ঘুম পেয়েছে।"—গাভ্রিলো উত্তর দিলে।

চেলকাস্ তাকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো নোংরা একটা কুঠরীর ভিতরে। সেইখানে কাঠের মেঝেতেই গাভ্রিলো শুয়ে পড়লো পরম আরামে—আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার দুচোখ ছেয়ে নেমে এলো গাঢ় ঘুম।…চেলকাস্ তারই পাশে ব'সে কার যেন একজোড়া বুট নিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো পরবার। ঘুমে তারও চোখ

জড়িয়ে এসেছে একেবারে। ঢুলতে ঢুলতে শিষ দিতে লাগলো সে নানাস্থরে—কখনও জোরে—কখনও অতি আস্তে।—তারপর একসময় জুতোজোড়া পা থেকে খুলে সে শুয়ে পড়লো গাভ্রিলোর পাশেই—একখানা হাতের উপর মাথা রেখে। শুয়েই ঘুম এলোনা তার।—বাঁ হাতে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সে আনমনে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ বাইরের ডেকের দিকে।

সমস্ত জাহাজখানা তুলছে মৃত্থ ঢেউয়ের দোলায়। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে কাঠঘষার একটা অস্পষ্ট আওয়াজ। বাইরে ডেকের উপর বৃষ্টি নেমেছে জোরে। আর নীচে ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের খোলে। সব কিছুই যেন একটা বিষাদের স্থরে মাখা। করুণ কার যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতোই চেলকাসের মনের মাঝে বাজতে লাগলো সমস্ত স্থর মিশে। তার তুচোখ—জড়িয়ে এলো অবসাদে।—এবার সে ঘুমিয়ে পড়লো। চেলকাসেরই ঘুম ভাঙলো আগে। জেগে উঠেই এক দারুণ অস্বস্তিতে ভ'রে উঠলো তার মনটা। চারদিকে একবার সে তাকিয়ে দেখলো অদ্ভুত ভাবে। তারই পাশে ঘুমোচ্ছে গাভ্রিলো—শান্তিভরা গাঢ় ঘুম, রৌদ্রদগ্ধ তার তামাটে মুখখানায় জেগে রয়েছে তখনও হাসির আভাস—বোধহয় কোনও স্থখের স্বপ্ন দেখছে সে ঘুমিয়ে। চেলকাসের একটা নিশ্বাস পড়লো জোরে। নিজেকে সংযত ক'রে নিলো সে তবুও—অনেক কষ্টে।—ধীরে ধীরে উঠে—সরু মইটা বেয়ে সে উঠে এলো উপরে। পোর্টহোলের মধ্য দিয়ে তার চোখে পড়লো নীল আকাশ, শরতের অলোয় ঈষৎ পিঙ্গলাভ আর উজ্জ্বল। সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সে নেমে এলো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে। গাভ্রিলো তখনও ঘুমুচ্ছে আরামে, এরই মধ্যে কোত্থেকে সে যেন বদলে এসেছে তার নিজের বেশভূষা।—মোটা চামড়ার বুট একজোড়া তার পায়ে, তার সাথে চামড়ার ব্রীচেস্ আর ছোট জ্যাকেটে তাকে ঠিক দেখাচ্ছিল ঘোড় সওয়ার সৈনিকের মতোই! পুরানো কিন্তু মজবুত সেই পোষাকে তার দেহের রুক্ষতা অনেকখানিই যেন ঢাকা প'ড়ে গেছে—। তার ছন্নছাড়া ভাবটা চাপা প'ড়ে ফুটে উঠেছে সারা দেহে যেন একটা সামরিক আভিজাত্য। নিজের দিকে চেলকাস্ তাকিয়ে দেখলো একবার—তার মুখে ফুটে উঠলো এক অদ্ভুত হাসি।

গাভ্রিলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে গম্ভীরভাবে জুতোর এক ঠোক্কর দিয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠলো—"ওহে ছোকরা—ওঠো—ওঠো।"

চমকে লাফিয়ে উঠলো গাভ্রিলো। প্রথম দৃষ্টিতে সে মোটে চিনতেই পারলোনা চেলকাসকে। ভয়ে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। চেলকাস্ হেসে উঠলো হা হা ক'রে—তার অবস্থা দেখে।

"তুমি!" গাভ্রিলো যেন প্রাণ ফিরে পেলো। ঠোঁট দুটো একবার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে সে বললে—"বাঃ বেশ মানিয়েছে তো তোমাকে। একেবারে খাসা ভদ্রলোকের মতোই দেখাচ্ছে?"

"একভাবেই থাকলে কি আর আমাদের চলে?" চেলকাস্ জবাব দিলে হাসতে হাসতে—। "কিন্তু সে যাক্, তুমি তো দেখছি একটুতেই একেবারে ভয় পেয়ে যাও। তা—কালকে রাত্রে ক'বার মরতে বসেছিলে ভয়ে শুনি!"

"সে কথা ছেড়ে দাও।"—গাভ্রিলো বললে, "জীবনের প্রথম দুষ্কৃতি সেটা। সেই প্রথম আমি হাত দিলাম ওই রকম কাজে। আর সারা জীবনের মতো বিবেকটাকে তো আর নষ্ট করতে পারি না!"

'বেশ! তা-আবার যাবে একদিন?" চেলকাস্ প্রশ্ন করলো।—

"আবার!—তা, এখন কি করে বলি? তবে সর্তটা শুনলে না হয় ভেবে দেখতে পারি!"

"আচ্ছা—ধরো—যদি দুখানা রামধনু দেই তোমায়! তা'হলে?"

"মানে—দুশো রুবল! হ্যাঁ তবে আমি নিশ্চয়ই যাবো!"

চেলকাস্ হেসে উঠলো—"কিন্তু তোমার বিবেক—তার কি হবে!"

"না। বিবেকটা নষ্ট করা কারুর উচিৎ নয়!" গাভ্রিলোও হাসলো "কক্ষনোও কারুর উচিৎ নয়। তবে কিনা এসব ব্যাপার আলাদা। একজনকে মানুষ হয়ে দাঁড়াতে হ'লে এরকম কিছু না কিছু করলে চলবে কেন?—আর সারা জীবনের মতো দশজনের একজন হয়ে দাঁড়াতে হ'লে বিবেকটা নষ্ট করাই ভালো!"

চেলকাস্ হাসতে লাগলো পূর্ণ তৃপ্তিতে।

"যাক্! অনেক ঠাট্টা তামাসা হলো। এবার আমাদের ফিরবার ব্যবস্থা করতে হয়! ওঠো এবার তৈরী হয়ে নাও!"—সে বললে।

গাভ্রিলো সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, "তৈরী আবার হবো কি? চলো না এখনি!"

দড়ির মই বেয়ে আবার তারা দু'জনে নেমে এলো তাদের নৌকায়। জাহাজের কারুর কাছে বিদায় নেবারও দরকার হলো

না। চেলকাস ধরলো হাল আর গাভ্রিলো বেয়ে চললো দাঁড় টেনে। আকাশ জুড়ে পাতলা মেঘের সারি একটা ছায়া টেনে দিয়েছে সমুদ্রের বুকে; নীচে সমুদ্রের নীল জল ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, সেই ছায়ায় ঢেউগুলো ছুটে এসে জোরে আছড়ে পড়তে লাগলো নৌকার গায়ে। মাতালের মতো দুলতে লাগলো নৌকা-খানা আর নোনা ফেনায় ভ'রে উঠলো তার গা। দুলতে দুলতে ছুটে চললো তাদের নৌকা তীরের দিকে। দূরে সামনের দিকে বেলাভূমির রূপোলী বালি ঝক্‌মক্‌ করছে ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে-পড়া সূর্যের আলোয়। আর পিছনে অসীম, অবাধ, মুক্ত সমুদ্রের উজ্জ্বল নীলিমা শুধু মাঝে মাঝে অগ্রসর ফেণারাশির বেড়া দিয়ে ভাগ করা। দূরে, বহু দূরে সমুদ্রের বুকে যেন একটা কালো রেখা টেনে দিয়েছে ঢেউয়ের দোলায় দোল খাওয়া নৌকা আর বজরাগুলো। আর তারই পাশে জাহাজের উদ্ধত মাস্তুল-গুলোর ফাঁকে ফাঁকে বন্দরের প্রাসাদরাশির আবছা আভাস যেন কোন খেয়ালী শিল্পীর এলোমেলো রঙের তুলি বোলানো এক অদ্ভুত ছবি। সেই দিক থেকেই ভেসে আসছে এক অস্পষ্ট গোঙানীর মতো আওয়াজ; ঢেউয়ের কল্লোলের সাথে মিশে সে সুর হয়ে উঠছে আরও ভারী। সারা সমুদ্র জুড়ে মাথার উপর কে যেন টেনে দিয়েছে আবছা কুয়াশার ওড়নাখানা, তারই আবরণে নিকটও হয়েছে সুদূর। আর সব কিছু মিলে ভোরের সমুদ্র হয়ে উঠেছে অসীম রহস্যে ভরা।

চেলকাস্ তাকিয়ে ছিল, সমুদ্রের দিকেই, হঠাৎ মাথা নেড়ে সে বলে উঠলো "আজ সন্ধ্যেবেলায় খুব জোর নাচ হবে দেখছি!"

"নাচ মানে? ঝড় নাকি?" গাভ্রিলো প্রশ্ন করলো প্রাণপণে

ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ ক'রে দাঁড় টানতে টানতে। তার সারা গা ভিজে গেছে জলের ঝাপটা লেগে ; আর নোনা বাতাসে চোখ দুটো তার জ্বালা করছে যেন!

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ" !—চেলকাস্ যেন জবাব দিলো আনমনেই।

গাভ্রিলো তাকিয়ে রইলো চেলকাসের দিকে পরিপূর্ণ আগ্রহে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে কি এক আশায়। কিন্তু চেলকাসের দিক থেকে কোনও সাড়াই এলোনা আর।

অবশেষে বাধ্য হয়েই গাভ্রিলো প্রশ্ন ক'রে বসলো "আচ্ছা! কত দিলে ওরা তোমায় ?"

পকেট থেকে একটা বাণ্ডিল বের ক'রে তুলে ধরলো চেলকাস্ —বললে "দ্যাখো,"—

রামধনু রঙা নোটগুলো গাভ্রিলোকে যেন নেশা ধরিয়ে দিলো, তার চোখের সামনে সব কিছুই যেন রঙীন হয়ে উঠলো রামধনুর মতো।

"ও!" সে ব'লে উঠলো! "আমি তখন ভেবেছিলাম তুমি বুঝি জাঁক দেখাচ্ছো আমার কাছে। কত আছে বলো না ?" আগ্রহ যেন মূর্ত হয়ে উঠলো তার প্রশ্নে।

"পাঁচশো চল্লিশ!" চেলকাস্ জবাব দিলে! "বেশ চমৎকার কাজ না ?"

লুব্ধ দৃষ্টিতে গাভ্রিলো দেখতে লাগলো সেই রঙীন নোটগুলো। চেলকাস্ আবার সেগুলো পুরে রাখলো পকেটে! "চমৎকার নিশ্চয়!" গাভ্রিলো জবাব দিলে! "উঃ কত টাকা! আমি বোধ হয় সারাজীবন ভ'রেও একসঙ্গে হাতে পাবো না অত।" একটা জোরে নিশ্বাস পড়লো তার!

"খুব একচোট স্ফূর্তি করা যাবে আজকে কি বলো!" হঠাৎ যেন খাপছাড়া ভাবে ব'লে উঠলো চেলকাস্ "মেলা টাকা আছে আমাদের কাছে আজ আর ভাবনা কি?—হ্যাঁ—তোমার ন্যায্য পাওনা তোমায় আমি দেবো ঠিকই। তাতে কোনও ভয় নেই তোমার!—আচ্ছা যদি চল্লিশ রুবল দিই তোমায়, বলো খুসী হবে তো? তুমি যদি চাও তবে এখনি আমি টাকাটা দিয়ে দেই তোমায়। নেবে?"

"যদি!" গাভ্রিলোর যেন কথা জড়িয়ে এলো "কেন, না—তুমি কিছু মনে কোরো না—আমার কোনই আপত্তি নেই।"

এইটুকু বলতেই তার সারা গা যেন ঘেমে উঠলো। বুকের মাঝখানে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করতে লাগলো কি যেন একটা ব্যথা।

হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠলো চেলকাস্। "ওঃ আচ্ছা ছেলে তুমি, আমার কোনও আপত্তি নেই। আহা-হা! নাও বন্ধু নাও—তোমার হাতে ধরছি আমি। আমার টাকাগুলো নিয়ে আমায় বাঁচাও। এত টাকা দিয়ে কি যে করবো আমি তাইতো ভেবে পাচ্ছিনা। তুমি তো অন্ততঃ একটু সাহায্য করবে এগুলো খরচ ক'রে ফেলতে!"

কতগুলো লাল নোট বের ক'রে দিলো চেলকাস্! কম্পিত হাতে সেগুলো নিয়ে গাভ্রিলো রাখতে লাগলো এক এক ক'রে তার বুক পকেটে, তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে আর তার নিশ্বাস ঝরছে অতি দ্রুত। হঠাৎ যেন তাকে মাতলামোতে পেয়েছে। চেলকাস্ লক্ষ্য করতে লাগলো তার প্রতিটি ভঙ্গী স্থির দৃষ্টিতে। আবার তাড়াতাড়ি দাঁড় তুলে নিলো গাভ্রিলো। টানতে লাগলো

এলোমেলোভাবে স্থির দৃষ্টিতে নীচের দিকে চেয়ে, অন্যদিকে চাইতে যেন তার ভয় করতে লাগলো। শির দাঁড়াটা পর্যন্ত তার যেন টন্‌টন্‌ করতে লাগলো।

"তুমি একটু লোভী প্রকৃতি--ও কিন্তু ভারী খারাপ।" চেলকাস্‌ বললে হাসতে হাসতে।—"তা যাই বলো, হাজার হ'লেও টাকাতো।"

"অতগুলো টাকা পেলে মানুষ কি করতে পারে—তুমি জানো ?" হঠাৎ এক অদ্ভুত উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো গাভ্রিলো। ঠিক ভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না সে, তবু সে ব'লে চললো গ্রামের জীবনের কথা, অর্থবান আর অর্থহীনের কি বিরাট বৈষম্য সেখানে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর শান্তির জন্য কতখানি প্রয়োজন সেখানে টাকার। অর্থহীন জীবনের কি অপরসীম দুর্দশা। চেলকাস্‌ এক মনে শুনতে লাগলো তার প্রতিটি কথা।

শুনতে শুনতে চেলকাসের মুখখানা হয়ে উঠলো বিমর্ষ। চোখদুটো তার যেন ম্লান হয়ে এলো। স্বপ্নের মাথায় কখনও কখনও সে হাসতেও লাগলো পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি, তার মনের কোনো নিগূঢ় চিন্তায়। হঠাৎ এক সময় চম্‌কে উঠে গাভ্রিলোকে কথার মাঝে বাধা দিয়েই সে ব'লে উঠলো—'ব্যস্‌—আমরা এসে গেছি।—"

পিছন থেকে একটা ঢেউ ছুটে এলো। তাদের নৌকাখানাকে পরমযত্নে ভাসিয়ে নিয়েই সে যেন তুলে দিলো তাকে বেলা-ভূমিতে।

"নামো-বন্ধু—নামো" চেলকাস্‌ বললে। "আমাদের কাজ শেষ হয়ে এলো এবার।—এখন শুধু নৌকাখানাকে টেনে আরও

একটু দূরে নিয়ে যাই চলো। আবার ঢেউয়ে যাতে ভেসে না যায় এটা। যার নৌকা সে যেন এসে খুঁজে পায় আবার তার নৌকাখানা।—তারপরই আমাদের বিদায়ের পালা। শহর এখান থেকে খুব বেশী দূর নয়। তুমি কি শহরেই ফিরবে নাকি আবার।”

অস্পষ্ট হাসিতে আর এক অপূর্ব আলোয় যেন ভ'রে রয়েছে চেলকাসের মুখখানা। সারা দেহে তার ফুটে উঠেছে একটা পূর্ণ তৃপ্তির ভাব। নিজের মনের কোন নিগূঢ় কল্পনায় সে যেন রয়েছে মেতে। গাভ্রিলোকে সে যেন একেবারে অবাক ক'রে দিতে চায়।—পকেটের ভিতরে হাত দিয়ে নোটগুলো একবার নাড়া-চাড়া করলো চেলকাস্।

“আমি—না—আমি ফিরবোনা আর শহরে।” গাভ্রিলো জবাব দিলো অনেক কষ্টে। কথাগুলো যেন তার গলায় আটকে যেতে লাগলো বার বার। অক্ষম ভাষা আর অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো তার মিলে মিশে একাকার হয়ে তার মনের মাঝে তুললো যেন এক তুমুল ঝড়। সমস্ত বুকখানা তার যেন পুড়ে যেতে লাগলো কি এক অসহ্য জ্বালায়।

চেলকাস্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। “কি হলো তোমার বলোতো ?”—সে জিজ্ঞাসা করলো!

“কই ?”—গাভ্রিলো জাবাব দিলো। কিন্তু তার মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে উঠলো—তার পরক্ষণেই যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেল তার মুখ থেকে। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো সে অদ্ভুতভাবে—মনের দারুণ লোভ আর ভয়ের তাড়নায় অস্থির হয়ে। এক একবার মনে হ'তে লাগলো তার—সে লাফিয়ে পড়ে চেলকাসের উপর বাঘের মতন।

ছেলেটার এই অদ্ভুত উত্তেজনা দেখে চেলকাসেরও মনটা যেন কেমন খারাপ হয়ে গেল। সে শুধু ভাবতে লাগলো—এবার কি রূপ নেবে এই উত্তেজনাটা।

গাভ্রিলো হেসে উঠলো হঠাৎ অদ্ভুতভাবে—সে হাসিতে, কান্নাকেও বিদ্রূপ করে। মাথা নীচু ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। চেলকাস্ তার মুখের ভাব দেখতে পেলো না পরিষ্কার কিন্তু দেখলো তার কান দুটো থেকে থেকে লাল হয়ে উঠছে।

"আ মলো"—হাত নেড়ে ব'লে উঠলো চেলকাস্। "কি হলো তোমার। তুমি কি আমার সাথে প্রেমে পড়লে নাকি!—না আমাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে তোমার, লোকে দেখলে বলবে কি!—কি বলতে চাও বলো—আর না হয় আমি চললাম।"

"তুমি চ'লে যাচ্ছো!"—গাভ্রিলো চীৎকার ক'রে উঠলো!—

তার সেই তীক্ষ্ণ চীৎকারে বেলাভূমির বালুতট যেন শিউরে উঠলো, আর তরঙ্গ বিধ্বস্ত হরিদ্রাভ বালির তটপ্রান্ত যেন কাঁপতে লাগলো ভয়ে। চেলকাসও চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো। গাভ্রিলো হঠাৎ লুটিয়ে প'ড়ে আঁকড়ে ধরলো জোরে চেলকাসের পা দু'খানা। সামলাতে না পেরে চেলকাস্ যেন একেবারে পড়লো সেই বালির উপরেই। তারপরই সুরু হলো তার অকথ্য গালাগাল। দাঁতে দাঁত চেপে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো একবার। তারপর তার লম্বা হাত দু'খানা মুঠো ক'রে সে এক প্রচণ্ড ঘুঁসি তুললো গাভ্রিলোর দিকে। কিন্তু গাভ্রিলো তাকে টেনে তুললো তাড়াতাড়ি, আঘাতের কোনও অবকাশ না দিয়েই। তার সারা মুখখানা তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

অস্ফুষ্ট স্বরে গাভ্রিলো ব'লে উঠলো,—"বন্ধু—ও টাকাগুলো আমাকে দাও—আমাকে দাও! দোহাই তোমার—। তোমার কাছে ও টাকার তো কোনোই মূল্য নেই—একরাত্রির আয়—তোমার একরাত্রেই ব্যয় হয়ে যাবে। মাত্র এক রাত্রির একটু পরিশ্রমে তুমি কত আয় করতে পারবে, এ রকম আর আমার বছরের পর বছরেও হয়ে উঠবেনা। অত টাকা—ওগুলো তুমি আমাকে দাও—তোমার জন্য আমি তিনটে গীর্জায় প্রার্থনা করবো রোজ গিয়ে। প্রার্থনা করবো তোমার আত্মার জন্য। ও টাকা তো তুমি উড়িয়ে দেবে একদিনেই স্ফূর্তি ক'রে। আর আমি ও টাকা পেলে সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি আমার দেশের মাটিতে। দয়া ক'রে ও টাকাগুলো তুমি আমায় দাও বন্ধু—আবার একরাতের পরিশ্রমেই তো তুমি এ টাকা তুলে নিতে পারবে।—তোমার জীবনে কোনোও আশা নেই—কোনোও আকাঙ্ক্ষা নেই—তবে তুমি কি করবে এ টাকা দিয়ে। আমার জীবনে পদে পদে টাকার প্রয়োজন। দাও—ও টাকাগুলো আমায় দাও।"

চেলকাস্ একেবারে অবাক হয়ে গেল গাভ্রিলোর এই ব্যবহারে। সারা মুখখানা তার ভ'রে উঠলো বিরক্তিতে আর ঘৃণায়। দু'হাতে পিছনে ভর দিয়ে আধশোয়া ভাবে একটু পিছনে হেলে সে ব'সে রইল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গাভ্রিলোর দিকে চেয়ে।—আর গাভ্রিলো হাঁটু গেড়ে ব'সে মাথা নীচু ক'রে একই-ভাবে প্রার্থনা জানিয়ে চললো তার কাছে টাকার জন্য। ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো চেলকাসের কাছে সব। হঠাৎ এক ধাক্কা দিয়ে গাভ্রিলোকে সরিয়ে দিলো সে। তারপরই লাফিয়ে

উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সেই রামধনুরঙা নোটগুলো বের ক'রে সে ছুঁড়ে দিলো গাভ্রিলোর মুখের উপর তীব্র বিরক্তির সঙ্গে।

"নাও! মরোগে ওগুলো নিয়ে!"—চীৎকার ক'রে উঠলো চেলকাস্। সর্বশরীর তার কাঁপতে লাগলো উত্তেজনায় আর এই লোভী চাষার ছেলেটার প্রতি এক অদ্ভুত করুণামিশ্রিত ঘৃণায়। কিন্তু তবু এই টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার সমস্ত মনটা ভ'রে উঠলো বীরত্বে। তার চোখ দুটো জ্ব'লে উঠলো আর সমস্ত শরীরে তার যেন স্পষ্ট ফুটে উঠলো এক বিরাট কিছু করার মতো গর্বে।

"আমি কাল রাত্রে তোমার কথা শুনে মনে করেছিলাম—সত্যই তুমি পাওয়ার যোগ্য লোক—। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আমি আরও অনেক কিছুই দেবো—কাল তোমার কথা শুনে আমার মনে পড়লো—ভুলে যাওয়া আমার গ্রামের সমস্ত কথা। আমি ঠিক করেছিলাম মনে মনে—আমি সাহায্য করবো তোমায় আমার যথাসাধ্য—তোমাকে প্রতিষ্ঠাবান ক'রে তুলতে। আমি অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ শুধু দেখতে—তুমি কি করো—তাই।—তুমি ভিক্ষা চাও কি না। আর তুমি—। তুমি কি করলে—হতছাড়া জানোয়ার—। পথের ভিখারীর মতো কিনা ভিক্ষা চাইলে শেষে। টাকার জন্য তুমি দেখছি সবই করতে পারো—মানুষকে তুমি খুন করতে পর্যন্ত পারো শুধু টাকার জন্য। তোমাদের অধঃপাতের কি আর বাকী আছে। শুধু মাত্র পাঁচ কোপেকের জন্য তোমরা দাসখৎ পর্যন্ত লিখে দিতে পারো! তোমরা মানুষ নও—জানোয়ারেরও অধম।—"

"বন্ধু! বন্ধু!"—গাভ্রিলো উচ্ছ্বাসে মত্ত হয়ে উঠলো। ভ্রূক্ষেপও করলো না সে চেলকাসের গালাগালিতে আর।—"ভগবান তোমার ভালো করুন বন্ধু! ও! আমি এখন কত টাকার মালিক! আমি এখন দস্তুরমতো ধনী একজন।"—নোটগুলো তাড়াতাড়ি পকেটে পুরতে লাগলো সে। তার সমস্ত শরীর কেন কাঁপতে লাগলো থর থর ক'রে।—"মানুষের মতো মানুষ তুমি! তোমার কথা আমি ভুলবোনা জীবনে কখনো।—আমি আমার স্ত্রী আর আমার ছেলেমেয়ে সবাই মিলে প্রার্থনা করবো ভগবানের কাছে তোমার জন্য।"

চেলকাস্ ছেলেটার এই অহেতু প্রলাপ শুনতে শুনতে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে—। গাভ্রিলোর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে লোলুপ ভিক্ষাবৃত্তির এই অভাবনীয় সাফল্যে। চেলকাস্ লক্ষ্য করতে লাগলো তাকে একমনে। তার মনের মধ্যে একটা গর্ব জেগে উঠলো তার দুঃসাহসিকতা, তার বাঁধন ভাঙা প্রবৃত্তি, আর তার সবচেয়ে প্রিয় স্বাধীনতার জন্য। দুঃসহ কষ্টের মধ্যে পড়লেও সে কখনও হ'তে পারে না এমন ভিক্ষা-লোলুপ, এমন হীন। জীবনের কোনো দিকে তার বাঁধন নেই—এ কথাটা মনে হয়ে তার যেন আজ আনন্দই হ'তে লাগলো। আর তারই অহঙ্কারে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এই ভিখিরী ছেলেটার পাশে, এই সমুদ্রের তীরে।

"জীবনের মতো সুখী ক'রে দিয়েছো তুমি আমায় বন্ধু!" গাভ্রিলো বললে আবার। চেলকাসের হাতখানা টেনে নিয়ে সে নিজের মুখের উপর বুলোতে লাগলো পাগলের মতো।—

চেলকাস্ কোনো কথা বললো না। শুধু একবার বাঘের মতো

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো রাগে। কিন্তু গাভ্রিলো ভ্রূক্ষেপও করলো না তাতে। প্রাণ খুলে সে ব'লে চললো তাকে—যা কথা আছে তার মনে।—

"আমার কি আজ মনে হয়েছিল জানো—!—নৌকায় আসতে আসতে যখন তুমি দেখালে আমায় টাকাগুলো, আমার মনে হলো—এটাকা আমার চাইই। আমি ভাবলাম—দাঁড়ের এক ঘা মেরে তোমায় আমি খুন ক'রে ফেলি, তারপর টাকাগুলো নিয়ে—তোমায় ফেলে দিই সমুদ্রে।—মনে মনে ভাবলাম—কে আর তোমার জন্যে মাথা ঘামাবে।—যদি কেউ তোমার দেহটা পায়ও দেখতে তা'হলেও দুঃখ হবে না কারো। বরং অনেকেরই আনন্দ হবে।—মনের মধ্যে কে যেন বললে—ও তো মানুষ নয়—কে তার জন্যে খোজ করবে,—কেই বা আর গোলমাল করবে ওর হত্যাকারীকে ধরতে।—কেউই না—। কেউই না।—"

হঠাৎ চেলকাস্ গাভ্রিলোর গলাটা চেপে ধ'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো "আমার টাকা ফিরিয়ে দাও!" তার সর্ব শরীর কাঁপছে রাগে থর থর ক'রে।

এই হঠাৎ আক্রমনে গাভ্রিলো প্রথমটা একেবারেই যেন থ' হয়ে গেল। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে সে চেষ্টা করতে লাগলো নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে দূরে। কিন্তু চেলকাস্ আর এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো সাপের মতন, সে বাঁধন ছাড়ানো সাধ্য হলো না গাভ্রিলোর। তার জামাটা ছিড়ে টুকরো হয়ে গেল, আর তারপরই চেলকাস্ তাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে আছাড় মেরে। গাভ্রিলো প'ড়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো, তার চোখ দুটো যেন জ্বলতে লাগলো আগুনের মতো।

আর চেলকাস্ পরম নিশ্চিন্তে নোটগুলো আবার পকেটে পুরলো তার। তারপর হেসে উঠলো হো হো ক'রে—অসংলগ্ন হাসি। তার মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠলো সে হাসিতে।

জীবনে কোনও দিন চেলকাস্ পায়নি এত বড় আঘাত—আজ এই গেঁয়ো চাষার ছেলেটা যে আঘাত দিলো তার মনে। জীবনে কোনও দিন এতটা অস্থির হয়নি সে কখনও।—

"কেমন এবার খুসী হয়েছো তো!" চেলকাস্ বললে গাভ্রিলোর দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হেসে। তারপরই ঘুরে সোজা হেঁটে চললো শহরের দিকে। কিন্তু সবেমাত্র কয়েক পা সে এগিয়েছে এরই মধ্যে গাভ্রিলো উঠে বসলো—এক হাটুতে ভর দিয়ে শিকারী বিড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায়। তারপরই হাত বাড়িয়ে এক টুকরো পাথর তুলে নিয়ে ভীষণবেগে ছুঁড়ে দিলো চেলকাসের দিকে।

"এই এক!"

চেলকাস আর্তনাদ ক'রে উঠলো জোরে, দু'হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে সে টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়ালো গাভ্রিলোর দিকে, আর তারপরই মুখথুবড়ে পড়ে গেল বালির মধ্যে। গাভ্রিলো যেন একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠলো নিজের এই কীর্তি দেখে। চোখ দুটো যেন তার ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলো কোটর ছেড়ে। সভয়ে গাভ্রিলো দেখলো চেলকাস্ একবার একটু ছট্‌ফট্ করলো—একটু চেষ্টা করলো উঠে বসার—তারপর একেবারে ধনুকের মতো বেঁকে স্থির হয়ে গেল। একটা মারাত্মক ভয় এসে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো তাকে। সে উঠে ছুটে চললো একদিকে দিগ্বিদিক হারিয়ে। একবার পিছন ফিরে দেখারও সাহস হলো না তার আর।

অনেকক্ষণ ধ'রেই একখানা কালো মেঘ ধীরে ধীরে জ'মে উঠছিল সমুদ্রের পারের পাহাড়গুলোর চূড়া ঘেঁসে। হঠাৎ সেখানা কেঁপে উঠে যেন ছেয়ে ফেললো সমস্ত আকাশটাকে। আর সেই সাথে নামলো বৃষ্টি। সমুদ্রের ঢেউগুলো দুরন্তপনায় মেতে উঠলো। ছলছলিয়ে ছুটে এসে তটভূমিতে আঘাত ক'রে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তারা। বাতাসে জেগে উঠলো একটানা শোঁ শোঁ শব্দ; আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের সাথে সাথে ধ্ব'সে পড়তে লাগলো ঝুপঝাপ ক'রে বেলাভূমির বালির স্তূপ। সমুদ্র যেন হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চায় তীর প্রান্তকে—আর তারই নিষ্ফল ক্রোধের পুঞ্জীভূত ফেনায় ফেনায় বালু বেলায় ছয়লাপ।—

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মাঝেই হঠাৎ যেন ঝাপটা দিয়ে ছুটে এলো ঝোড়ো হাওয়া। আর সেই সাথে বৃষ্টিও এলো আরও জোরে। অজস্র জলধারা তার যেন একটা পর্দা বুনে দিলো সমুদ্রের পারে। আর তারই আড়ালে আবছা হয়ে উঠলো দূরের সব কিছুই, সেই জলধারার আড়ালেই কোথায় যেন গাব্রিলো মিলিয়ে গেল ছুটে। সেই বৃষ্টির মাঝে, সেই নির্জন সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ একা প'ড়ে রইলো চেলকাসের সংজ্ঞাহীন দেহটি আর একটি রাঙা রেখা সমুদ্রের জলে এসে মিশে গেল সেইখান হ'তে।

কিন্তু একটু পরেই আবার ছুটে ফিরে এলো গাব্রিলো সেই বৃষ্টির মাঝেই। পাগলের মতো দৌড়ে গিয়ে ব'সে পড়লো চেলকাসের পাশে। তারপর দু'হাতে ধ'রে সে তুলতে চেষ্টা করলো তাকে মাটি হ'তে। দুখানা হাত তার রাঙা হয়ে উঠলো জমাট বাঁধা রক্তে। শিউরে সে লাফিয়ে উঠলো সেই দিকে চেয়ে।

সভয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অপলকভাবে। থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো তার সারা দেহ—সমস্ত মুখখানা হয়ে উঠলো পাণ্ডুর।

দুর্দম চেষ্টায় নিজেকে সে আবার সংযত ক'রে নিলো। চেলকাসের কানের কাছে মুখ নিয়ে সে ডেকে উঠলো কম্পিত কণ্ঠে "ওঠো ভাই!"

বৃষ্টির ঝাপটা লেগে চেলকাসের জ্ঞান ফিরে এসেছিল এর মধ্যেই। গাভ্রিলোকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সে—"যাও দূর হও।"

কিন্তু গাভ্রিলো নড়লো না। চেলকাসের একখানা হাত চেপে ধ'রে সে বললে—"আমাকে ক্ষমা করো ভাই। শয়তান আমাকে পেয়ে বসেছিল আর তাই আমি করেছি এমন পাপ। তুমি আমায় ক্ষমা করো।"

"যাও—দূর হয়ে যাও এখান থেকে"—আবার চীৎকার ক'রে উঠলো চেলকাস্।

"যাবো"।—গাভ্রিলো বললে—"তার আগে আমায় তুমি ক্ষমা করো।"

"তবে জাহান্নামে যাও।"—এক লাফে উঠে বসলো চেলকাস্ সেই বালির উপরে। সমস্ত মুখখানা তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে—আর দুটি চোখ দিয়ে তার যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন।—"আর কি তুমি চাও।—তুমিতো সবই করছো যা তোমার করবার—না আরও কিছু ইচ্ছে আছে!—ভালো কথা বলছি—এখনও সরে যাও এখান থেকে।"—হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সে চেষ্টা করলো লাথি মেরে দূর ক'রে দিতে গাভ্রিলোকে। কিন্তু

পারলো না। আর গাভ্রিলো যদি তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে ধরে না ফেলতো তা'হলে হয়তো আবারও আছাড় খেয়ে পড়তো সে।

গাভ্রিলো ধরে রাখলো চেলকাসকে তার গলাটা একহাতে জড়িয়ে। একেবারে সামনা-সামনি তাদের তুজনের মুখ, তু'খানাই শুষ্ক, পাণ্ডুর—আর ভয়ঙ্কর।—

থুঃ—ক'রে চেলকাস্ থুথু ছিটিয়ে দিলো হঠাৎ গাভ্রিলোর চোখে মুখে। কিন্তু গাভ্রিলো তাও সয়ে গেল। শুধু জামার হাতাটা দিয়ে সে মুছে ফেললো একবার মুখখানা তার।—

"তুমি যা খুসী করো এখন"—সে বললে—"আমি কোনও কথা বলবো না। শুধু ভগবানের দোহাই—আমায় তুমি ক্ষমা করো।—"

"বদমাস্ জানোয়ার কোথাকার"—চেলকাস্ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো দাঁতে দাঁত চেপে।—জ্যাকেটের তলা থেকে নিজের জামাটার একটা খণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে সে বাঁধতে সুরু করলো মাথার ক্ষতটা।—"চুরি তো তোমার কাছে ছেলেমানুষী—তুমি টাকার জন্য সব করতে পারো।"—হঠাৎ তার মনে পড়লো টাকাগুলোর কথা—"তা—সে টাকাগুলো নিয়েছো তো—" সে জিজ্ঞাসা করলো শ্লেষের সঙ্গে।—

"না!"—গাভ্রিলো উত্তর দিলো। "ওটাকা আমি নেবোনা আর।—ওরই জন্য আমি আজ করেছি মহাপাপ। ও টাকা থেকে যত তুর্ভাগ্যের সূত্রপাত"।

নিজের পকেটে হাত পুরে দিলো চেলকাস্। নোটের বাণ্ডিলটা সে বের ক'রে আনলো পকেট থেকে। একখানা

মাত্র তার নিজের জন্য রেখে বাকি সবগুলো বাড়িয়ে দিলো গাভ্রিলোর দিকে।—

"নাও—নিয়ে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও এবার।"

"না—না—আমি নেবোনা ও টাকা।—আমি আর চাই না কিছু—শুধু তুমি আমার ক্ষমা করো —"

"নাও —ধরো এগুলো—বলছি!" চোখ রাঙ্গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো চেলকাস্।—

"আচ্ছা নেবো—কিন্তু তুমি যদি ক্ষমা করো আমায় তা'হলে।" —সেই বৃষ্টিতে ভিজে স্যাৎসেতে বালির উপরে বসে প'ড়ে, চেলকাসের পায়ে ধরে কেঁদে উঠলো গাভ্রিলো।—

"নিতে হবে তোমায়— বদমাস!"—চেলকাস্ বলে উঠলো জোর ক'রে। চুলের মুঠি ধ'রে গাভ্রিলোর মাথাটা তুলে সে নোটগুলো গুজে দিলো তার মুখের মধ্যে।

"নাও—নাও। বেগার খাটতে নিশ্চয় আসোনি তুমি! কোনও ভয় নেই তোমার—নিশ্চিন্তে এ টাকাগুলো নিতে পারো তুমি!— এত সঙ্কোচ কিসের? একটা মানুষকে তুমি প্রায় খুন করতে বসেছিলে—এর জন্য এত ভাবনা কি তোমার।—আমার মতো লোকের জন্য কেউই মাথা ঘামাতো না।—আর যদি কেউ কখনও জানতেও পারতো—তা'হলে তারা তোমায় বরং ধন্যবাদই দিতো তোমার কাজের জন্যে।—আর তুমি যা করেছো তার জন্যে তোমার তো পুরস্কার পাবারই কথা—কিন্তু আপশোষ এই যে—কেউ সে কথা জানতে পারলো না।—যাক্—নাও— ধরো এগুলো।—"

গাভ্রিলো দেখলো কথা বলতে বলতে চেলকাস্ হাসছে, মনটা

তার অনেকটা শান্ত হলো এবার, নোটগুলো এবার সে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো জোর ক'রে।

"তুমি আমায় ক্ষমা করো ভাই!" সে বললো অধীর ভাবে "আহা ভাইরে আমার।" ছু'পায়ের উপর সমানভাবে জোর দিয়ে দাঁড়িয়ে চেলকাস্ ভেংচে উঠলো তাকে। "কেন—কিসের জন্য ক্ষমা করবো তোমায়! এর মধ্যে তো ক্ষমা করার কিছু নেই। আজ তোমার পালা গেল—কাল আমার পালা আসবে! ভাবনা কিসের!"

"ওকথা বলোনা ভাই!" গাভ্রিলো চেলকাসের একখানা হাত চেপে ধরলো জোর ক'রে।

চেলকাস্ তার দিকে চেয়ে শুধু হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে, মাথার বাঁধা পটিটা তার একটু একটু ক'রে একেবারে লাল হয়ে উঠে তুর্কী ফেজের মতো দেখাচ্ছে এবার।

বৃষ্টি নেমে এলো আরও জোরে, সমুদ্রের বুকে জেগে উঠলো একটা অস্পষ্ট কলোচ্ছ্বাস আর ঢেউগুলো আরও জোরে ছুটে এসে আছড়ে পড়তে লাগলো কূল ভেঙ্গে।

তারা ছু'জনেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো ছু'জনের দিকে চেয়ে।

"আচ্ছা চললাম"—চেলকাস্ বললে শান্ত এবং ধীরস্বরে। এগুতে গিয়ে ছু'খানা পা-ই তার কাঁপতে লাগলো তুর্বলতায়। এক হাতে সে মাথাটা চেপে ধরলো যেন মাথাটাও তার ঠিক থাকছে না কিছুতেই।

শেষবারের মতো গাভ্রিলো বলে উঠলো "আমায় তুমি ক্ষমা করলে না ভাই!"

শান্ত ভাবে চেলকাস্ বললে "আচ্ছা—বেশ, ক্ষমা করলাম তোমায়" তারপরই সে এগিয়ে চললো শহরের দিকে।

ধীর ভাবে একটু একটু ক'রে এগিয়ে চললো সে বাঁহাতে মাথাটা চেপে ধ'রে, আর ডানহাতে মাঝে মাঝে পাকাতে লাগলো গোঁফ জোড়া তার।

বৃষ্টিতে চারদিক ঢেকে যেন নেমে এসেছে একখানা আবছা পরদা। যতক্ষণ না চেলকাস্ মিলিয়ে গেল তার আড়ালে ততক্ষণ গাভ্রিলো সেইখানে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

চেলকাস্ যখন একেবারে মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে গাভ্রিলো মাটি থেকে তুলে নিল তার ভিজে টুপিটা, বুকের উপর হাত দিয়ে একটা ক্রশ এঁকে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চোখ বুঁজে, তারপর চেয়ে দেখলো একবার তার হাতের মুঠোয় নোটগুলো। একটা শান্তির নিশ্বাস বাড়লো তার,—নোটগুলো পকেটে গুঁজে নিল সে একে একে। তারপর ধীর গম্ভীর দৃঢ় পা ফেলে সে এগিয়ে চললো সমুদ্রের তীর ধ'রে—যেদিকে চেলকাস্ গিয়েছে ঠিক তার বিপরীত দিকে।

সমুদ্রে তখনও জেগে রয়েছে তার অস্পষ্ট গম্ভীর কলোচ্ছ্বাস। ঢেউগুলো তেমনি মাথা কুটে মরছে এসে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে, তীরের মতো এসে বালিতে বিঁধছে বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে ভেসে আসছে যেন কোন দূর হ'তে কাদের হাহাকার। নিকট বা সুদূর সমস্তই আবছা হয়ে গেছে ঘন বৃষ্টির আড়ালে।

ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে আর বৃষ্টিতে এক এক ক'রে মুছে দিয়ে গেল বালির বুক হ'তে সেই রাঙ্গা কলঙ্কের রেখাটি—যেখানে চেলকাস্ পড়েছিল আহত হয়ে। মুছেদিয়ে গেল

বেলাভূমি হ'তে চেলকাস্ আর সেই চাষার ছেলেটির সমস্ত চিহ্ন পর্যন্ত। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে নাটকটি জ'মে উঠেছিল দুটি বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের মাঝে—তার চরমতম দৃশ্যের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে গেল সমুদ্রের কালো জলে !—

অদূরে শুধু পড়ে রইলো তাদের ডিঙিখানি—নির্বাক দর্শক হয়ে এই অদ্ভূত নাটকের।

ছেলে মহল—

হেমেন্দ্রকুমার রায়

পঞ্চনদের তীরে—

(২য় সংস্করণ) ১।০

গঙ্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী

স্বপ্ন না সত্যি— ৸০

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সর্বনাশা নীলা—

(২য় সংস্করণ)